রাজকন্যার ঝাঁপি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

৯৮।৪ রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে
লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট রচনা—শ্রীসূর্য রায়।

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য।
দি নিউ প্রেস, ১ রমেশ মিত্র রোড্,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৫২, শ্রাবণ।
মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

পরম শুভার্থী

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর

করকমলে।

বিনীত

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

—এক—

গ্রামের পথ ; এন্তাজ ও হাস্নু।

এন্তাজ। বলি ও হাস্নি, হেঁটে আসছিস্—না হেলে দুলে হাতীতে চেপে আসছিস্? সূয্যি যে ডোবে ডোবে,—জঙলা পথ, অন্ধকারে চলব কি ক'রে?

হাস্নু। তুমি বড় বক বাবা,—আসছি ত।

এন্তাজ। আসছিস্ কই? এলে আর চ্যাঁচাব কেন? আসিস্ না ব'লেই ত চ্যাঁচাই। গোরুগুলো সব রয়েছে মাঠে, কাল রাত্তিরে বাঘের ডাক শুনিস্ নি?

হাস্নু। কাল রাত্তিরে কখন ডাকল বাঘ? আমরা কেউ শুনি নি ; তোমার যত আজগুবি কথা।

এন্তাজ। না—শুনিস্ নি,—শুনিস্ নি বললেই হ'ল? তা যাক্ গে, এবারে বাড়ি যাবি ত চল্। (চলতে চলতে) তা হাস্নি,—তোকে একটা কথা বলছি শোন। তুই ত এখন বড় হয়েছিস্—

হাস্নু। ঐ তোমার এক কথা—

এস্তাজ। তোরও ত ঐ এক কথা—বড় হয়েছিস বললেই ত তুই তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠিস্।

হাস্নু। না, আমি বড় হই নি—

এস্তাজ। না—বড় হই নি,—বললেই হ'ল? গায়ে বাড়ছিস্—আমি দেখছি—পাড়ার লোকে দেখছে—তুই জোর ক'রে মুখে বলবি বড় হ'স নি?

হাস্নু। তা হয়েছি ত বেশ করেছি—তার কি হবে?

এস্তাজ। হবে আর কি? তুই কথায় কথায় অত ক্ষেপিস্ কেন? একটা কথা বলছিলুম না হয় শুনেই গেলি।

হাস্নু। তা তুমি একটা না হয় দশটা বল,—বড় হয়েছিস্ বড় হয়েছিস্ বলে আমাকে পাগল ক'রে তুলো না।

এস্তাজ। কেন বলি তা জানিস্ বোকা মেয়ে? এখন বড় হয়েছিস,—এখন একটু সরম রেখে চলাফেরা করতে হয়; ঘর ছেড়ে দিনরাত পাড়ায় পাড়ায় যেতে নেই—ওতে পাড়ার লোকে কত কথা কয়।

হাস্নু। বলে বলুক—

এস্তাজ। বলে বলুক—ঐ মেয়ের আরেক কথা। তুই

এখন বড় হয়েছিস্—লোকে বলবে কেন তোকে দু' কথা ?

হাস্নু। বললে কি করব ?

এস্তাজ। বলতে তুই দিবি কেন ? এই যে আজ তুই বায়না ধ'রে বসলি—যাবি আমার সঙ্গে বোনাই বাড়ী—কেন রোজ রোজ বোনাই বাড়ী কেন যাবি ? তারা দুধকলা নিয়ে দুয়োরে বসে থাকে ? শোন, তোকে আরেকটা কথা বলছি,—ঐ যে ও-পাড়ার হাসানটা আসে না ? ওটা কিন্তু বড় বজ্জাৎ ছেলে ; ওর বাজান ছিল আরো বদ—আমি ওর তিন পুরুষের খবর রাখি। ওকে দেখলে তুই কক্‌খনো কথা ক'স্‌নে যেন। আর বুঝলি হাস্‌নি—এবারে ভূঁয়ে যা পাট হয়েছে—আর পাটের বাজার যা চড়া—খোদায় করলে তোকে এবারে লালটুকটুকে শাড়ি দেব,—কেমন ? (হাস্নু মাথা নাড়ল)। এইত আমার লক্ষ্মী মেয়ে—চল,—আজ রাত্তিরে দেখিস্ কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলি। (চলতে চলতে) এই যে আবার পেছিয়ে পড়লি,—উদ্ধোমুখী হয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছিস্ কি ?

হাস্নু। দেখ না বাবা—নদীর ওপারে ওটা কি ও?

এস্তাজ। কোথায়?

হাস্নু। ঐ যে মেঘের মধ্যিখানে?

এস্তাজ। শোন মেয়ের কথা,—মেঘের মধ্যিখানে কোথায় হ'ল,—ও ত রাঙ্দেউলের চূড়ো।

হাস্নু। সেটা কি বাবা?

এস্তাজ। সেটা কি তা কি আর আমরা জানি? তোদের বয়সে এ-পথে হাঁটতে চল্তে আমাদেরও চোখে পড়ত। দাঁড়িয়ে দেখে চ'লে যেতুম।

হাস্নু। কাউকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস কর নি?

এস্তাজ। জিজ্ঞেস করলেও কি কেউ আর আমাদের কিছু বলে? বলে, তোরা মুক্খু চাষা,—বুঝিস্ কি? হ্যাঁ—সেই একবার এয়েছিল এক বাবু মোদের গাঁয়ে খাতা-কলম নিয়ে। বল্লে, তোদের সব গান লিখে নেব,—কাগজে ছাপিয়ে দেব। কে যাবে তাকে গান বলতে,—আমরা ত ভয়ে মরি—কে আবার এল মোদের নাম লিখে নিতে। তবে দেখলুম বাবুর মেজাজ ভাল, গরজ আছে কি-না! আমরা পাঁচ গাঁয়ের লোক ঘিরে দাঁড়ালুম তাকে,—জিজ্ঞেস করলুম, বাবু

ঐ রাঙ্‌দেউলের চূড়োটা কি? জবাবে রেল-গাড়ীর মত গড়্‌ গড়্‌ ক'রে যে কত কথা বলে গেল—আমরা শুনে একেবারে থ খেয়ে গেছি।

হাস্‌নু। আমি যদি থাকতুম—

এস্তাজ। তা হ'লে সব বুঝে ফেলতিস্—না? গুণমন্ত রাই আমার! তা দেখ, আমাদের ঐ কিনু বয়েতি কিন্তু শাস্তোরী লোক,—বাবুরা যে একেবারে পায়ে ঠেলতে পারে তা নয়—সে মাথা নেড়েচেড়ে সব বুঝে নিল। তারপরে আমরা একবার ধরলুম তাকে দরগায়। মাণিক পীরের সিন্নি—বয়েতি এসেছে গান করতে,—আমরা সবাই মিলে ধরলুম তাকে,—বয়েতি, সেই রাঙদেউলের কথাটা একবার খোলসা করে দাও দিকি নি। তার কাছে যা শুনলুম—সে এলাহি ব্যাপার।

হাস্‌নু। অত জ্বলছে কেন বাবা?

এস্তাজ। আরে বয়েতি বল্‌ল,—ও যে চিন্তামণিতে গড়া।

হাস্‌নু। চিন্তামণি কি?

এস্তাজ। ঐ মেয়ের এক কথা। আমরা কি তা জানি? সেই বাবু বল্‌ল,—তারপর বয়েতি বল্‌ল,—তাই আমরাও বলাবলি করি।

হাস্‌নু। চারদিকে ঐ যে মেঘের মত—

এস্তাজ। ও নাকি কল্পলতার পাঁচীল।

হাস্‌নু। কল্পলতা কি?

এস্তাজ। আমরা কি তা জানি—? লোকের মুখে শুনেছি —তাই বলি।

হাস্‌নু। ওখানে কে থাকে?

এস্তাজ। রাজকন্যা।

হাস্‌নু। ঐ চূড়োর ভেতরে?

এস্তাজ। চূড়োর ভেতরে থাকবে কেন, ওখানে এসে মাঝে মাঝে জানালা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাস্‌নু। কখন?

এস্তাজ। যখন ইচ্ছা—খেয়াল-খুশীতে—সকালে, দুপুরে সন্ধ্যায়—রাতে।

হাস্‌নু। কোথায় থাকে সে?

এস্তাজ। ঐ পাঁচীলের মাঝখানে আছে সাতমহলা শ্বেত-পাথরের বাড়ি—তার মাঝে। ঢুকতে হ'লে নাকি একমহলা একমহলা করে পেরিয়ে যেতে হয়। পেত্যেক দুয়ারে রয়েছে জোয়ান জোয়ান দ্বারী—তারা চাপরাশ দেখে। তাদের ওস্তাদজী ব'লে দূর থেকে একশো আটবার সেলাম ঠুকতে হয়,

তারপরে একটু এগিয়ে উদ্ধোবাহু হ'য়ে তেত্তিরিশবার তাদের প্রেদক্ষিণ করতে হয়।

হাস্নু। সে কি—

এস্তাজ। তুই ভেবেছিস্ কি? ওখানে কেউ মাটিতে পা দিতে পারে না—হাত দু'টো পাখার মতন ক'রে শূন্যে উঠে হাঁটতে হয়; একবার মাটিতে পা পড়লে অমনি সবাই ঠেলে একেবারে নদীর এপারে ফেলে দিয়ে যায়। আমরা কি এ-সব জানি—?—লোকের মুখে শুনি, তাই বলি।

হাস্নু। রাজকন্যা সারাদিন কি করে?

এস্তাজ। সাত মহলায় একুশ রকমের বাগান রয়েছে; পেত্যেক বাগানে রয়েছে কত রকমের গাছ আর কত রকমের লতা; তাতে আবার কত রকমের ডালপালা আর কত রকমের ফুল। গাছের ডালে লতার আড়ালে রয়েছে কত রঙের পাখী,—তারা পাখা ঝাপটায়—শিস দেয়—আর গান গায়। সেখানে ঝরণার পাশে ঘোরে সোনার হরিণ—রূপোর মঞ্চে সোনার লাঠি—তার উপরে পেখম ধ'রে নাচে ময়ূরী; আর ফটিকের জলে ঘুরে বেড়ায় গলা বাঁকিয়ে

রাজহাঁস। রাজকন্যা পাতার মুকুট পরে, খোঁপায় ফুলের মালা দোলায়, পাখীর গান শোনে, হরিণীকে আদর করে, হাতের কাঁকণ বাজিয়ে তালে তালে নাচায় ময়ূরী—আব রাজহাঁসের সাথে গলা বাঁকিয়ে খেলা করে ফটিক জলে।

হাস্নু। বাজকন্যা কি খায়?

এস্তাজ। রাজকন্যা খায় কি না খায় কেউ জানে না। খেলে ওখানে মুক্তোর গাছে মাঝে মাঝে হীরাব ফল ধরে—তাই খায়।

হাস্নু। কি ক'রে ঘুমোয়, কি ক'রে জাগে?

এস্তাজ। অনেক দূরের থেকে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় উড়ে আসে দেশ-বিদেশের কত রাজপুত্তুর। তাবা কাব্য লেখে, ছবি আঁকে, গান গায়, নাচে— আর সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যাব গায়ে ছোঁয়ায় সোনার কাঠি, অমনি ডাগর চোখে হাসিমুখে ঘুম থেকে জেগে ওঠে রাজকন্যা। রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে তারা আবার ঘুম পাড়ায় রাজকন্যাকে। আমরা কি সব আর জানি? কখনো সখনো

পথে ঘাটে কানে আসে এক-আধটা কথা—
তাই বলি।

হাস্নু। আমরা যখন এ-পথ দিয়ে চলি রাজকন্যা তখন ঐ চুড়োর ভেতর থেকে আমাদের দেখতে পায়?

এস্তাজ। শোন হাবা মেয়ের কথা,—রাজকন্যা নাকি কখনো আমাদের দিকে তাকায়? তোর যা উসকো-খুসকো চুল আর ধুলোমাখা ছিরি—তাতে আবার পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড়—তুই-আমি ত পথের ধুলোমাটির সঙ্গেই এক হ'য়ে মিশে থাকি—আমাদের দিকে কখনো তাকালেও অত দূর আর অত উঁচু থেকে রাজকন্যা আমাদের মানুষ বলে চিনবে কি ক'রে?

হাস্নু। আমি রাজকন্যাকে দেখব বাবা।

এস্তাজ। আর আকাশেব চাঁদ দিয়ে কেরোসিনের ডিবোয় ছিপি লাগাবি—

হাস্নু। তুমি ঠাট্টা ক'রো না বাবা—

এস্তাজ। তুই কি সত্যি ক্ষেপেছিস্—না বুড়ো মেয়ে তোকে পঁ্যাচায় পেল?

হাস্নু। আমি দেখবই।

এস্তাজ। নে—তবে হাত দু'টো পাখার মতন ক'রে উড়তে থাক।

হাস্নু। আমি এখানে ব'সেই দেখব। আমি এখন বুঝতে পেরেছি, আমি এই একটু আগে রাজকন্যাকে দেখেছি।

এস্তাজ। সে মুখে একমুঠো আমসি ফেলে দিয়ে চিবোচ্ছিল—নারে—?

হাস্নু। না বাবা সত্যি সে চুল খুলে বেণী বাঁধছিল—আর আমার দিকে হেসে তাকিয়ে ছিল।

এস্তাজ। তোর সঙ্গে সই পাতাবে কি না—তাই।

হাস্নু। আমারও তাই মনে হয়েছিল—

এস্তাজ। তবেই হয়েছে। তোর মায়ের মতন তোকেও ভিরমিতে ধরেছে দেখছি। চ'—রাজকন্যা দেখা হ'ল—এবারে লঙ্কা পোড়া খাবি—আর মায়ের মুখ খাবি—নে আর উদ্ধোমুখী হ'তে হবে না—চ'—।

হাস্নু। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—রাজকন্যা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এস্তাজ। দে না তোর কোঁচড় থেকে তেলমাখানো

একমুঠো মুড়ি ছুঁড়ে, রাজকন্যার বোধ হয় লোভ গেছে। আঁধার হ'স তুই এবার যাবি ত চ'—

হাস্নু। লোভ হতে পারে বাবা,—আমি শুনেছি রাজকন্যাদের মাঝে মাঝে অমন লোভ হয়। তুমি অনেক দিন আগের মানুষ, তাই চোখে ঠিক দেখতে পাচ্ছ না, আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি—রাজকন্যা ওখান থেকে আমার কানে কানে কি যেন কথা কইছে।

এন্তাজ। রাস্তার গোলমালে তুই একেবারে ক্ষেপেছিস হাস্নি; এই বয়সে তোকে এত ক্ষ্যাপামিতে পেল, তোর মায়ের বয়সে তুই কি করবি তাই ভাবছি। এই নাকেখৎ তোকে আর আমি ঘরের বাইরে নিয়ে বেরোব না। এইবারে—চ'—চ'—।

দৃশ্যান্তর

পার্বত্য বনপথ ; সাঁওতাল বালকগণ।

প্রথম। কোথায় গেলরে সর্দারের পো ?

দ্বিতীয়। আমরা কি ক্ষিদের জ্বালায় মরব নাকি ?

তৃতীয়। মাথার উপরে ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ—

চতুর্থ। পাতার আবডালে আর মানায় না।

পঞ্চম। দর্ দর্ ক'রে ছুটছে ঘাম—

প্রথম। আর পেটপড়া কুকুরের মত জিভ বের ক'রে ধুঁকছি।

দ্বিতীয়। আমাদের হাঁড়ি ঠন্ ঠন্—তাড়ি নেই—

তৃতীয়। এক টুকরো মাংস নেই—

চতুর্থ। মুখে পুরবার একমুঠো ভাজা নেই—

পঞ্চম। আর সর্দারের পোর টিকিটি দেখা নেই—।

প্রথম। কিসের তবে আজ উৎসব ?

দ্বিতীয়। ভাঙ মাদল—

তৃতীয়। দূরে ফেল বাঁশী—

চতুর্থ। ছিঁড়ে ফেল জবার মালা—

পঞ্চম। আর পালকের চূড়া—

প্রথম। আর আরশির ধুকধুকি—

দ্বিতীয়। হাতে নে লাঠি—

তৃতীয়। আর বল্লম—

চতুর্থ। আর তীরধনু—

পঞ্চম। কাঁধে নে শনের জাল—

প্রথম। খোঁজ একটা হরিণ—

দ্বিতীয়। না হয় একটা বাঘ—

তৃতীয়। না হয় একটা বরার ছা—

চতুর্থ। নিদেন গোটা কয়েক হরিয়াল—

পঞ্চম। না হয়ত বাজ।

প্রথম। আগে আমরা খাব—

দ্বিতীয়। শিকপোড়া ক'রে খাব—

তৃতীয়। না হয় টুকরো টুকরো ক'রে কাঁচা মাংস খাব—

চতুর্থ। না হয় তাড়ির বদলে টাটকা রক্ত খাব—

পঞ্চম। না হয় হাড় চুষব—।

প্রথম। আমরা নাচব না—

দ্বিতীয়। গান করব না—

তৃতীয়। বাঁশী বাজাব না—

চতুর্থ। মাদল বাজাব না—

পঞ্চম। হাতে তালি দেব না।

প্রথম। সারা রোজ অন্ধকারে সুড়ুঙ্গে বসে গাঁতি মারি—

দ্বিতীয়। আর পাথর ভাঙি—

তৃতীয়। আর কয়লা তুলি—
চতুর্থ। আর বাবুদের ধমক খাই—
পঞ্চম। আর সাহেবের লাথি—
প্রথম। পেটে পড়ে এক ছটাক তাড়ি—
দ্বিতীয়। শুকনো দু'টো রুটি—
তৃতীয়। এক ছড়া ভূট্টা—
চতুর্থ। শুয়োরের পঁচা মাংস—
পঞ্চম। বানরে-খাওয়া ফলের টুকরো।
প্রথম। আজ একদিন পেয়েছি ছুটি—
দ্বিতীয় সর্দারের পো বললে, আজ হবে উৎসব—
তৃতীয়। অনেক খাওয়া—
চতুর্থ। অনেক নাচগান—
পঞ্চম। অনেক ফুর্তি—।
প্রথম। সারাটা সকাল আমাদের নিয়ে বনে বনে ঘুরল—
দ্বিতীয়। নাচাল—
তৃতীয়। গান করাল—
চতুর্থ। বাঁশী বাজাল—
পঞ্চম। মাদল পেটাল—
প্রথম। তারপরে পালিয়েছে—
দ্বিতীয়। পেছন থেকে ডু মেরেছে—

তৃতীয়।	খোঁজ—তাকে খোঁজ—
চতুর্থ।	খেতে না দিলে তাকে ছাড়ব না—
পঞ্চম।	তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাব—।
প্রথম।	আমার কি মনে হচ্ছে জানিস্—
দ্বিতীয়।	কি হচ্ছে ব'লে ফেল—
তৃতীয়।	ন'কড়া ছ'কড়া করিস্ নি—যা মনে হচ্ছে বলে ফেল—
চতুর্থ।	খুব কিন্তু তর সইছে না—
পঞ্চম।	যা বলবি অল্পকথায় বলবি।
প্রথম।	সর্দারের পো পেছন পেছন আসছিল—
দ্বিতীয়।	তা ত আমরা জানি।
তৃতীয়।	আমিও কাছেই ছিলাম—
চতুর্থ।	তুই আর এমন একটা কি নোতুন খবর দিলি ?
পঞ্চম।	মিথ্যামিথ্যি বকালি।
প্রথম।	কথাটা আগে শোন বলছি—
দ্বিতীয়।	তুই বলছিস্ কোথায়—?
তৃতীয়।	শুধু বলবি বলবি করছিস্—
চতুর্থ।	বললেই ত আমরা শুনতে পাই—
পঞ্চম।	আমাদের কি আর কান নেই ?
প্রথম।	সেই কিনু মোড়লের মেয়ে লখিয়াকে জানিস্ ?

দ্বিতীয়। কেন জানব না ?

তৃতীয়। আসতে যেতে কত চোখে পড়েছে—

চতুর্থ। সেই ডাগর সোমোত্ত মেয়ে—মেয়ে নয়ত কালো গোখরো সাপ।

পঞ্চম। রূপের দেমাকে উসখুস করে—

দ্বিতীয়। মোদেব পানে ত তাকায়ই না—।

তৃতীয়। দেব একদিন খোঁপা নেড়ে—

চতুর্থ। ফোঁস ক'রে ফণা ধ'রে তেড়ে আসবে—

পঞ্চম। চোখে ধুলো পড়া দেব—

দ্বিতীয়। থুথনি দেব থেতলে—

তৃতীয়। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর—।

চতুর্থ। মোদের দেখলে লাজে মরে—

পঞ্চম। মুখ ফিরিয়ে চলে—

প্রথম। আর সর্দারের পো সকালে যখন কাজে বেরোয়—

দ্বিতীয়। তখন লুকিয়ে থাকে পথের ধারে—

তৃতীয়। ছোট তালগাছের আড়ালে—

চতুর্থ। খোঁপায় গোজে ফুল—

পঞ্চম। আর কানে রূপোর দুল—

দ্বিতীয়। কোথায় পায় অমন ডোরা শাড়ী—

তৃতীয়। তা মানায় কিন্তু বেশ।

চতুর্থ। কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে আসে—

পঞ্চম। আর আনে মউয়ার মউ—

দ্বিতীয়। সর্দারের পোকে ইসারায় ডাকে—

তৃতীয়। নিয়ে যায় বনের ভেতরে অনেক দূরে--

চতুর্থ। খেতে দেয় মউ আর মুড়ি—

পঞ্চম। সে সব ত আমরা জানি।

দ্বিতীয়। ধরা পড়ে গেছে কতদিন কিনু মোড়লের কাছে—

তৃতীয়। সে ত কতদিন শাসিয়ে গেছে তীরধনু নিয়ে—

চতুর্থ। নালিশ করেছে সর্দারের কাছে—

পঞ্চম। মেয়ের চুল ধ'রে টেনে নিয়ে গেছে হিঁচড়ে—

দ্বিতীয়। তবু কারো আক্কেল নেই—

তৃতীয়। সে মেয়েটারও না—সর্দারের পোরও না।

চতুর্থ। কাজে যেতে সর্দারের পো কতদিন করেছে দেরী—

পঞ্চম। সর্দার দুনো খাটিয়ে শাস্তি দিয়েছে—

দ্বিতীয়। বাবু দিয়েছে ধমক—

তৃতীয়। সাহেব দিয়েছে মাইনে কেটে—

চতুর্থ। আমরা দিয়েছি পেছনে টিটকিরি—

পঞ্চম। তবু ওদের আক্কেল নেই—

দ্বিতীয়। ছেলেটারও না—

তৃতীয়। মেয়েটারও না—

চতুর্থ। একদিন খাবে ডাণ্ডা—

পঞ্চম। ছুঁড়ব পাথরের গুলি—

দ্বিতীয়। মারব বিষমাখানো তীর—

তৃতীয়। তবু হবে না আক্কেল—

প্রথম। আমি বলছিলুম কি জান ?

দ্বিতীয়। তুই ত সেই কখন থেকে বলছি বলছি করছিস্—

তৃতীয়। কিছুই বলছিস্ নে—

চতুর্থ। বললেও তোর কথা শুনব না—

পঞ্চম। এতক্ষণ পরে তোকে আমরা বলতেই দেব না।

প্রথম। আমার মনে হয় সর্দারের পোকে আজো সেই লখিয়ায় ধরেছে—

দ্বিতীয়। তা খুব হ'তে পারে—এখন তা আমারও মনে হচ্ছে।

তৃতীয়। উৎসবের কথা শুনে দেখতে এসেছিল লুকিয়ে—

চতুর্থ। দাঁড়িয়েছিল পথের ধারে—

পঞ্চম। ঝোপের আড়ালে—

প্রথম। পেছন থেকে ইসারায় ডেকে নিয়ে গেছে সর্দারের পোকে।

দ্বিতীয়। কোঁচড়ে তার টাটকা মুড়ি—

তৃতীয়। আর বড়া ভাজা—

চতুর্থ। আব মউয়ার ফুল—

পঞ্চম। অনেক দূরে ঝোপে ঝোপে পালিয়েছে—

প্রথম। আর পেট ভ'রে খাচ্ছে দু'জনে—

দ্বিতীয়। আর আমরা কুকুরের মত ধুঁকছি—

তৃতীয়। আর রোদে রোদে ভাজা হচ্ছি—

চতুর্থ। আমাদের একদম বোকা বানিয়েছে—।

পঞ্চম। তাই ত রে—ভুলেই গেছিলুম—আমরাও খাব—।

সকলে। আমরা খাব-খাব—খাব—।

প্রথম। আমরা নাচব না—

দ্বিতীয়। কক্‌খনো না—

তৃতীয়। গাইব না—

চতুর্থ। কক্‌খনো না—

পঞ্চম। বাঁশী বাজাব না—মাদলে ঘা দেব না—

প্রথম। কক্‌খনো না।

সকলে। আমরা খাব—খাব—খাব—।

প্রথম। হারে রেরে রেরে—

দ্বিতীয়। আঁতকে উঠলি কেন রে?

তৃতীয়। মূচ্ছা গেলি নাকি রে?

চতুর্থ। ভূতে পেল নাকি?

পঞ্চম। ভয় করছে যে!

প্রথম। চুপ-চুপ—

দ্বিতীয়। কেন—কি হ'ল?

তৃতীয়। আমরা খাবও না—কথাও কইব না?

চতুর্থ। আমাদের কি পেয়েছিস বল দিকি—?

পঞ্চম। আমরা কারোর কথা শুনব না—শুধু খাব।

প্রথম। আরে চুপ চুপ,—ফের রা কাড়িস ত গলা টিপে দেব—।

দ্বিতীয়। কি দেখছিস্ ওদিকে?

তৃতীয়। চোখ দু'টো গোল্লা পাকালি যেন—

চতুর্থ। ছুঁড়ে মারবি নাকি?

পঞ্চম। নোতুন বিপদ!

প্রথম। ঐ হোথা একটা এঁদো ডোবা দেখছিস না?

দ্বিতীয়। খুব দেখছি।

প্রথম। তার পূবকোণে ঐ বাঁশ ঝাড়—

দ্বিতীয়। তার নীচে একটা মরা গাছের থ্যাতলাপড়া মুড়ো—

প্রথম। তার কোল ঘিঁষে ওটা যাচ্ছে কি রে—?

চতুর্থ। হারে রে—ওটা কি রে—?

পঞ্চম। মোট্রা একটা বরার ছা—

প্রথম। হেঁই হেঁই চুপ—

দ্বিতীয়। কি করা যায়—

তৃতীয়। হাতে যে কোনো হাতিয়ার নেই—

চতুর্থ। আয় পাথরের ডেলা কুড়িয়ে নি—

পঞ্চম। তাই ভালোরে তাই ভালো—

প্রথম। চল চল—এই পাথরের ডেলা দিয়েই মেরে দেব।

দ্বিতীয়। দেখিস্, যার দিক দিয়ে পালাবে আজ তারই মাংস খাব।

তৃতীয়। তার হাত পা বেঁধে মরা বরার মত হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে যাব।

চতুর্থ। তবে আর দেরী নয়—

পঞ্চম। চল—চল—আজকে আমরা খাবার পেয়েছি।

(সকলের প্রস্থান; কিছুক্ষণ পরে মৃত শূকরছানা কাঁধে নিয়ে পুনরায় সকলের প্রবেশ।)

প্রথম। আমি আগে দেখেছি, আমার কলজেটা—

দ্বিতীয়। আমি প্রথম ডেলা মেরেছি, আমার পাঁজরার হাড়—

তৃতীয়। আমার ঢিলে চিৎপাত আমার থলথলে মাংস—

চতুর্থ। আমি লতাপাতায় হাত-পা বেঁধেছি—

পঞ্চম। আমি কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে এসেছি।

প্রথম। এখন আমরা খাবার পেয়েছি—এখন নাচব—

দ্বিতীয়। এখন গাইব—সর্দারের পো কোথায় গেল?

তৃতীয়। এখন মাদল বাজাব সর্দারের পো কোথায় পালাল?

চতুর্থ। আরে-রে-রে-রে-রে—ঐ যে দূরে দাঁড়িয়ে সর্দারের পো—

পঞ্চম। শালগাছের মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে—

প্রথম। যেন নিঃশ্বাস নেই—

দ্বিতীয়। মুখতুলে যেন হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে—

তৃতীয়। চোখে পলক নেই—

চতুর্থ। অনেক দূরের দিকে—

পঞ্চম। তাই ত রে—কি হ'ল আমাদের সর্দারের পোর—

প্রথম। চল চল—এগিয়ে দেখি।

(সকলের প্রস্থান)

(দৃশ্যান্তর)

(একাকী দাঁড়িয়ে জুহু ; সাঁওতাল বালকগণের প্রবেশ)

প্রথম। বলি এই যে সর্দারের পো—

দ্বিতীয়। বলি বেশ বেশ—

তৃতীয়। এই নাকি তোমার উৎসব ?

চতুর্থ। পেছন থেকে বেশ স'রে পড়লে—

পঞ্চম। আমাদের সারা সকাল নাচিয়ে গাইয়ে হয়রাণ ক'রে।

প্রথম। আমরা দুপুরের রোদে মরি—

দ্বিতীয়। দর্‌দর্‌ ঘামে ভিজি—

তৃতীয়। ক্ষিদেয় নাড়ীভূড়ি হজম হ'তে চলল—

চতুর্থ। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল—

পঞ্চম। তার উপরে তোমার নেই কোন পাত্তা—।

প্রথম। দেখ আমরা খাবার পেয়েছি—

দ্বিতীয়। তাই আমরা মানুষের মত কথা কইছি—

তৃতীয়। নইলে এতক্ষণে বাঘের মত গর্জন করতুম—

চতুর্থ। আর নখ বের করতুম—

পঞ্চম। আর দাঁত দেখাতুম—।

প্রথম। আমরা না করতে পারতুম এমন কাজ নেই।

দ্বিতীয়। বিধাতা তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন—

তৃতীয়। অর্থাৎ আমাদের খাবার দিয়েছেন।

চতুর্থ। নইলে আজকে আর আমরা গাইতুম না, নাচতুম না।

পঞ্চম। মাদলে তাল দিতুম না—

প্রথম। বাঁশীতে সুর দিতুম না—

দ্বিতীয়। বাঘ-ভাল্লুকের মত লাফাতুম—

তৃতীয়। আর গর্জন করতুম—

চতুর্থ। আর নিজেদের হাত-পা চিবোতুম—

পঞ্চম। পাথরের ডেলা মুখে ক'রে কড়মড় করতুম—

প্রথম। আমরা তোমাকে খুঁজছিলুম—

দ্বিতীয়। ভারী চটে গেছিলুম—

তৃতীয়। তোমাকে গাল দেব দেব করছিলুম—

চতুর্থ। ঘাড় ভাঙব মনে ক'রেছিলুম—

পঞ্চম। রক্ত চুষে খাব ভেবেছিলুম—

প্রথম। এখন সে-সব কিছুই করব না—

দ্বিতীয়। কারণ, আমরা খাবার পেয়েছি—

তৃতীয়। তাজা কচি বরার ছা—

চতুর্থ। পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছি—

পঞ্চম। লতাপাতায় হাত-পা বেঁধে কাঁধে ক'রে নিয়ে এসেছি।

প্রথম। এখন আমরা এই বরার ছা কাঁধে ক'রে নাচব—

দ্বিতীয়। জোরে রা কাড়ব—

তৃতীয়। তাইত আমরা তোমাকে খুঁজছিলুম—

চতুর্থ। ভাগ্যে তখন ক্ষিদের জ্বালায় বাঁশী ছুঁড়ে ফেলিনি—

পঞ্চম। মাদল ভাঙি নি—

প্রথম। জবার মালা ছিঁড়ে ফেলি নি—

দ্বিতীয়। ছিঁড়ে ফেলি নি বুকের ধুকধুকি—।

তৃতীয়। আমরা সব করতে পারতুম—

চতুর্থ। ভাগ্যে করি নি —।

পঞ্চম। তুমি যে মোটে জবাব করছ না সর্দারের পো—

প্রথম। হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছ—

দ্বিতীয়। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে—

তৃতীয়। কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই—

চতুর্থ। কি যেন দেখছ—

পঞ্চম। তার নাম জান না—।

প্রথম। আমরা ভাবলুম— .

দ্বিতীয়। কি ভাবলুম তা বলতে ভয় হচ্ছে—

তৃতীয়। হাজার হোক, তুমি সর্দারের পো—

চতুর্থ। তোমাকে মান্য করি—

পঞ্চম। ভালও বাসি—।

প্রথম। আমরা ভাবলুম তুমি লখিয়ার সঙ্গে চলে গেছ—

দ্বিতীয়। বনের মধ্যে—অনেক দূরে—

তৃতীয়। ঝোপঝাড়ে গিয়ে লখিয়ার কোঁচড় থেকে মুড়ি খাচ্ছ—

চতুর্থ। আর বড়া ভাজা—

পঞ্চম। আর মউয়ার ফুল—

প্রথম। ফুলের মউ—

দ্বিতীয়। ফুলের মউ আর—

তৃতীয়। না—সে-সব তোমায় বলব না—

চতুর্থ। তুমি সর্দারের পো—

পঞ্চম। আমরা তোমায় মান্য করি।

প্রথম। বলি হাঁ ক'রে কি দেখছ?

দ্বিতীয়। মুখের একটা কথাই খসাও—

তৃতীয়। আমাদের দিকে একটি বার না হয় তাকাওই না—।

চতুর্থ। সেই কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি—।

পঞ্চম। খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে গেছি—।

জুহু। ঐ দূরে দেখতে পাচ্ছিস্—?

প্রথম। কি ?
দ্বিতীয়। কোথায় ?
জুহু। ঐ যে জ্বল্ জ্বল্ করছে—
তৃতীয়। কি ?
চতুর্থ। কোথায় ?
জুহু। দেউল চূড়ো—
পঞ্চম। কোথায়—?
জুহু। ঐ হোথা—নদীর ওপারে—
প্রথম। কিচ্ছু না—
দ্বিতীয়। খালি বন-বাদাড়—
তৃতীয়। আর এবড়ো-খেবড়ো মেঘ—
চতুর্থ। আর আকাশ—
পঞ্চম। আর সূয্যি—
প্রথম। তার প্রচণ্ড তাপ—
দ্বিতীয়। তাতে তালু শুকিয়ে যাচ্ছে—
তৃতীয়। আর ঘামছি—
চতুর্থ। আর ধুঁকছি—
পঞ্চম। আর কিচ্ছু না।
জুহু। আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি—
প্রথম। কি ?

জুহু। ঐ নদীর ওপারে দেউল-চূড়ো—
দ্বিতীয়। তোমাব চোখে রোদের ঝাঁজ লেগেছে—
তৃতীয়। তাই মাথা ঘুরছে—
চতুর্থ। আর কত কি দেখছ—
পঞ্চম। আর প্রলাপ বকছ—।
জুহু। আমি কিন্তু ঠিক দেখছি—
প্রথম। আমরা কিন্তু ঠিক দেখছি না—
দ্বিতীয়। তুমি ভাই ক্ষেপেছ—
তৃতীয়। সে-কথা বলতেই হ'ল—
চতুর্থ। যদিও তুমি সর্দাবের পো—
পঞ্চম। যদিও তোমাকে আমরা মান্য করি—।
জুহু। ঐ চূড়োর ভেতরে নিশ্চয়ই এক রাজকন্যা থাকে—
প্রথম। তাইত বলছিলুম, তুমি ক্ষেপেছ—
দ্বিতীয়। তাই শূন্যের ভেতর দেউল-চূড়ো দেখছ—
তৃতীয়। আর তার ভেতরে দেখছ রাজকন্যা—
চতুর্থ। আর হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছ—
পঞ্চম। আর প্রলাপ বকছ।
প্রথম। আমাদের ত আর পাগলামিতে পায় নি—
দ্বিতীয়। শুধু ক্ষিদেয় ক্ষেপে উঠেছি—

তৃতীয়। তাতে চোখে আরও অন্ধকার দেখছি—

চতুর্থ। তাই দেউল-চূড়ো দেখছি না—

পঞ্চম। রাজকন্যাও দেখতে পাচ্ছি না।

প্রথম। আচ্ছা শুধাই তোমাকে,—প্রথমে কি ক'রে দেখলে?

দ্বিতীয়। তুমি ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে—

তৃতীয়। সবাই ত মাদল বাজিয়ে নেচে হয়রাণ হয়ে গেছিলুম—

চতুর্থ। তাই ত খাব খাব করছিলুম—

পঞ্চম। তুমিও কত আশা দিয়েছিলে।

জুহু। যখন পথ দিয়ে সবাই মিলে যাচ্ছিলুম তখন হঠাৎ দেখতে পেলুম, আমার বুকের আরশিগুলো জ্বল জ্বল ক'রে জ্ব'লে উঠল।

প্রথম। তারপর—তারপর—

জুহু। আমি চারদিকে তাকালুম—

দ্বিতীয়। তারপর—

জুহু। দেখলুম দূরে নদীর ওপারে মেঘের আড়ালে দেউল-চূড়ো—

তৃতীয়। আর—

জুহু। তার ভেতরে এক রাজকন্যা—

চতুর্থ। কি রকম ?

জুহু। তার দু'চোখ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে—

পঞ্চম। কোথায় ?

জুহু। আমার বুকের আরশির ভেতরে—আর তাতে ক'বে জ্বল জ্বল ক'র কেঁপে উঠল সব ধুক্‌ধুকি—।

প্রথম। তাইত বলছিলুম, তুমি ক্ষেপেছ—

দ্বিতীয়। এখন সে-কথা জোর ক'রে বলতেই হচ্ছে—

তৃতীয়। যদিও আমাদের তা বলা উচিত নয়—

চতুর্থ। কারণ তুমি সর্দারের পো—

পঞ্চম। আর তোমাকে আমরা মান্য করি।

প্রথম। আজ আমাদের তেমন মজা হ'ল না—

দ্বিতীয়। উৎসবটাই জমল না—

তৃতীয়। দিনটাই মাটি হ'ল।

চতুর্থ। প্রথমে তুমি আমাদের নাচিয়ে গাইয়ে হয়রাণ করেছ—

পঞ্চম। তারপরে পেছন থেকে পালালে—

প্রথম। তারপরে পেয়েছে তোমাকে ক্ষ্যাপামিতে,—

দ্বিতীয়। তাই আমরাও একটু একটু ক'রে ক্ষেপে উঠছি—

তৃতীয়। রোদের তাপে—

চতুর্থ। ক্ষিদের জ্বালায়—

পঞ্চম। আর তোমার কথা শুনে' রাগের জ্বালায়।

প্রথম। আজকের দিনে তোমাকে আমরা পাগলামি করতে দেব না—

দ্বিতীয়। হও তুমি সর্দারের পো—।

তৃতীয়। অনেক খুঁজে আমরা খাবার পেয়েছি—

চতুর্থ। কচি বরার ছা—

পঞ্চম। টাটকা তাজা মাংস—।

প্রথম। আমাদের এখন আনন্দ হয়েছে—

দ্বিতীয়। সে আনন্দটা মাটি করতে দেব না—

তৃতীয়। কিচ্ছুতে না।

চতুর্থ। আমরা এখন ধেই ধেই ক'রে নাচব—

পঞ্চম। এই শূয়োর কাঁধে ক'রে।

প্রথম। তোমাকেও নাচতে হবে—

দ্বিতীয়। আমরা কিচ্ছুতে ছাড়ব না—

তৃতীয়। তুমি আমাদের নাচিয়েছ—

চতুর্থ। এখন আমরাও তোমাকে নাচাব—

পঞ্চম। নইলে তুমি আমাদের কিসের সর্দার?

প্রথম। নে নে—বাঁশীতে ফু দে—

দ্বিতীয়। মাদলে ঘা দে—

তৃতীয়। গান ধর—

চতুর্থ। হাতে তালি দে—

পঞ্চম। নাচ—।

(নৃত্যসহযোগে সঙ্গীত)

হেঁইও হো—হেঁইও হো—
আজকে খাব বরার ছা।
রোদের জ্বালায় ক্ষিদের জ্বালায়
থর্‌থরিয়ে কাঁপছে গা—।
মোট্টা তাজা বরার ছা।
সাবাস মোদের সাবাস ভাই,—
কে বলে রে খাবার নাই?
পাথর ছুঁড়ে এক্কেবারে—
ভেঙেছি এর চারটি পা—
থপ্‌থপাথপ্‌ বরার ছা।
হেঁইও হো—হেঁইও হো—
থপ্‌থপাথপ্‌ বরার ছা।

প্রথম। একি ভাই সর্দারের পো—নাচতে নাচতে হঠাৎ থেমে গেলে কেন?

দ্বিতীয়। তুমি আমাদের তাল ভঙ্গ করলে—

তৃতীয়। তুমি আমাদের সব ফুর্তি মাটি করলে—।

চতুর্থ। আমরা আর তোমার সঙ্গে আসব না—

পঞ্চম। তোমাকে মান্য করব না।

জুহু। দেখছিস্ না আমার বুকের আরশি আবার কেমন জ্বলছে—

প্রথম। কই—না—।

জুহু। তোদের বুকের আরশিও জ্বলছে—।

দ্বিতীয়। কই—না—।

জুহু। আমি ঠিক দেখছি—

তৃতীয়। আর আমরাও ঠিক দেখছি না।

জুহু। নিশ্চয় নদীর ওপারের ঐ দেউল-চূড়ো থেকে রাজকন্যা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

চতুর্থ। ক্ষেপেছে—ক্ষেপেছে—

জুহু। তার চোখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে আমাদের বুকের আরশিতে—

পঞ্চম। ক্ষেপেছেরে—একদম ক্ষেপেছে—

জুহু। তাই আমাদের বুকের আরশি জ্বলছে—

সকলে। ক্ষেপেছে রে—ক্ষেপেছে,—আমাদের সর্দারের পো ক্ষেপেছে।

প্রথম। আমরা আর ওর কথা শুনব না—

দ্বিতীয়। ওর কোন কথা মানব না—

তৃতীয়। আমরা চল বরার ছানা নিয়ে পালাই—

চতুর্থ। গিয়ে শিকপোড়া ক'রে খাই—

পঞ্চম। আর নাচ গান করি।

সকলে। ওরে ক্ষেপেছেরে ক্ষেপেছে—আমাদের সর্দারের পো একেবারে ক্ষেপেছে।

(জুহু ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

—দুই—

দেউল-চূড়া।

রাজকন্যা ও সহচরী মালতী।

মালতী। রাজকন্যার অভয় চাই—

রাজকন্যা। কেন ?

মালতী। গোটা কয়েক কথা বলব।

রাজকন্যা। তা ত দিন রাত বলছিস্—

মালতী। সে ত বাজে কথা—

রাজকন্যা। এখানে তাইত বলা নিয়ম।

মালতী। গোটা কতক কাজের কথা বলতে চাই—

রাজকন্যা। তাতে নিয়ম ভাঙবে যে—

মালতী। সেই জন্যেইত রাজকন্যার অভয় চাই।

রাজকন্যা। অভয় আমি দিতে পারি যদি আমাকেও দিস্।

মালতী। আমি তোমাকে কিসের অভয় দেব ?

রাজকন্যা। গুচ্ছের ভণিতা করবি নে—আর ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলবি নে।

মালতী। তা যে এখানকার নিয়ম —

রাজকন্যা। নিয়ম ত তুই ভাঙতেই চাচ্ছিস্ ; দোহাই তোর, একটা যদি ভাঙিস্ তবে আরও একটা ভাঙ— আমি ছু'টোর জন্যেই তোকে অভয় দিচ্ছি।

মালতী। সবাই বলছিল—

রাজকন্যা সবাই কে ?

মালতী। বাজকুমারবা আর এখানকাব বক্ষিদল—

রাজকন্যা। কি বলছিল—?

মালতী। তুমি আজকাল বড্ড বেশী পুরীর বা'র হচ্ছ।

রাজকন্যা। তোদের এই সাত-মহলা পুবীর ভেতর আমার যে দম আটকে যাচ্ছে।

মালতী। তা বেশ বুঝতে পারছি।

রাজকন্যা। তাই ত এই চূড়োর বাতায়নে একটু দাঁড়িয়ে থাকি।

মালতী। তাতে সবার আপত্তি।

রাজকন্যা। সবার কার ?

মালতী। রাজপুত্তুরদের আব রক্ষিদলের।

রাজকন্যা। কেন ?

মালতী। তারা বলছে—এখানে এমনটা আগে হ'ত না।

রাজকন্যা। আর কি বলছে ?

মালতী। বলছে রাজকন্যা দিন দিন চঞ্চলা হ'য়ে উঠছে।

রাজকন্যা। এখান থেকে একটু নদীর ওপারে তাকাব না ?

মালতী। তাতে ক'রে যে ওপারের লোকও তোমার দিকে তাকায়—

রাজকন্যা। তাতে দোষ কি ?

মালতী। এখানকার তা নিয়ম না।

রাজকন্যা। ওপারের দিকে তাকাতে যদি আমার ভাল লাগে ?

মালতী। ওপারের লোকেরও যদি তোমার দিকে তাকাতে ভাল লাগে ?

রাজকন্যা। তাতে দোষ কি ?

মালতী। এখানকার তা নিয়ম না।

রাজকন্যা। কেন ?

মালতী। এরা বলে—

রাজকন্যা। এরা কারা ?

মালতী। রাজপুত্তুররা—

রাজকন্যা। কে কে ?

মালতী। ঐ যারা কাব্য লেখে, ছবি আঁকে—গান গায়—নাচে—

রাজকন্যা। আর ?

মালতী। ঐ রক্ষিদল।

রাজকন্যা। কে কে ?

মালতী। ঐ যে সব জোয়ান জোয়ান—যারা গোঁফ বাগিয়ে চশমা এঁটে ভুরু কুঁচকে বসে আছে সাত-মহলার দুয়ারে দুয়ারে—নজর ক'রে দেখছে রাজপুত্তুরদের—কাব্য, ছবি, নাচ-গান,—আর ঠিক-বেঠিকের লেবেল এঁটে দিচ্ছে ; কাউকে দিচ্ছে ঢুকতে, আর কাউকে দিচ্ছে ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে নদীর এপার থেকে একেবারে নদীর ওপারে।

রাজকন্যা। হ্যাঁ, তারা সব কি বলছে ?

মালতী। বলছে, এতে ক'রে রাজকন্যার ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে।

রাজকন্যা। আমার ইচ্ছা-খুশীতে কিছু দেখতে পারব না ?

মালতী। এই পুরীর ভেতরেই ত অনেক দেখবার আছে।

রাজকন্যা। দেখে দেখে যে অরুচি ধ'রে গেছে—

মালতী। সেই কথাটাই ত এদের কাছে নূতন ঠেকছে আর বিচ্ছিরি লাগছে।

রাজকন্যা। আর ভাল লাগছে না মালতী—

মালতী। সেইটেকেই ত এরা বলছে চাঞ্চল্য।

রাজকন্যা। আমি বাইরের কিছু দেখতে পারব না ?

মালতী। কেন পারবে না ? আগের মতন সবই পারবে।

নদীর এপারের সব কিছুই দেখতে পার এই চূড়োর বাতায়ন থেকে।

রাজকন্যা। যেমন—

মালতী। বসন্তের বনভূমি—তার চঞ্চল অঞ্চল,—নব কিশলয়ের আরক্তিম কম্পন, অশোকের গুচ্ছ, কর্ণিকারের দ্যুতি—অলির গুঞ্জন—চখাচখীর খেলা—হরিণ-হরিণীর চপল নৃত্য—করি-করিণীর প্রেমালাপ—আরও কত কি।

রাজকন্যা। আর?

মালতী। তোমার ইচ্ছা হ'লে বাসন্তী রঙের বসন প'রে ধূপের ধোঁয়ায় কেশরাশ সুরভিত ক'রে কোন দিন সন্ধ্যায় বাতায়ন খুলে তোমার অলক গুচ্ছে দক্ষিণ মলয়ের একটু দোলা লাগাতে পার।

রাজকন্যা। আচ্ছা কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ায় যদি কোন দিন আমার এলোচুল বাতায়ন থেকে ছড়িয়ে দি?

মালতী। এদের তাতে বারণ আছে। এদের সন্দেহ তুমি এমনতর কোনদিন করেছ।

রাজকন্যা। আমি আর কি দেখতে পারি?

মালতী। শরৎ-প্রাতে এই চূড়োর বাতায়ন খুলে দিতে

পার—দেখতে পার শিশির-ভেজা শ্যামল ঘাসে ছড়িয়ে পড়া সোনার আলো, বনের অঞ্চল ভরা দেখতে পার শিউলি ফুলের হাসি—তার গন্ধ লাগাতে পার তোমার নাকে মুখে চোখে।

রাজকন্যা। আর ?

মালতী। আর না হয় আষাঢ়ের প্রথম দিনে খুলে দিও তোমার বাতায়ন—দেখবে গুরু গুরু গর্জনে মন্দ গতিতে চলেছে মেঘ—সে যেন কোন্ রাজপুত্তুরের দূত হয়ে তার বিরহবাণী বহন ক'রে নিয়ে আসছে তোমারই কাছে—সেই সঙ্গে প্রমত্ত হয়ে উঠছে বলাকা—কোলাহল করছে তৃষার্ত চাতক—সঙ্গী হয়েছে মানসোৎসুক হংস-পংক্তি—নীচে কলাপ বিস্তার ক'রে তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাচ্ছে বনের শিখী—আর প্রিয়-মিলনের নোতুন আশ্বাসে তাকে উৎসুক হ'য়ে দেখছে চকিতা পথিকবধূ—

রাজকন্যা। থাম্ মালতী, থাম্—

মালতী। কেন ?

রাজকন্যা। অনেক শুনেছি—আর শুনতে ভাল লাগছে না, অনেক দেখেছি, চোখে আর রং লাগে না।

মালতী। এই কথাটাতেই ত এঁদের আপত্তি, ওদের কাছে এটা একটা নোতুন কথা—তাই শুনতে বিচ্ছিরি। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি আরও অনেক দেখতে পাব,—শ্রাবণের পূর্ণিমা রাতে একবার বাতায়ন খুলে দিও—তাকিও বর্ষায় ধোওয়া ধরণীর দিকে—নীপকুঞ্জের গুঞ্জরণ তোমাকে আকুল ক'রে তুলবে, তোমাকে ইসারায় ডাক দেবে কানায় কানায় ভ'রে ওঠা আঁকা বাঁকা নদী, তার জল-থৈথৈ আঁকা বাঁকা বুকে লেগেছে শীতল বায়ুর ঝির ঝির কাঁপন—তাতে কাঁপছে তার বুকে লুকোনো চাঁদ—

রাজকন্যা। থাম্ মালতী,—আর ভাল লাগছে না।

মালতী। এই কথাটা তুমি আমায় বলেছ বলো,—ওদের কাছে কিন্তু ব'লো না; ওরা কিন্তু আজকাল এইটেই সন্দেহ করছে।

রাজকন্যা। আচ্ছা আমি যদি একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে পু'ড়ে ঘেমে লাল হ'য়ে না উঠে শুকিয়ে কালো হ'য়ে যাই—

মালতী। তা তুমি আজকাল পার ব'লে ওদের সন্দেহ হচ্ছে; তাই আমি দেখলুম রাজপুত্তুরদের বিরস মুখ।

রাজকন্যা। আর ?

মালতী। রক্ষিদলের ভেতরে চলেছে দিনরাত শুধু ফিস্‌ফাস্ আর ভুরু কুচকোনো—আর আঙুল নেড়ে আস্ফালন—আমার বড় ভয় করে রাজকন্যা।

রাজকন্যা। একটা সত্যি কথা শুনবি মালতী—?

মালতী। না তুমি আর সত্যি কথা ব'লো না রাজকন্যা, তোমার আজকালকার সত্যি কথাগুলো শুনতে আমার কেমন ভয় লাগে !

রাজকন্যা। ওটা এখানকার অভ্যেস মালতী। তবু শোন, কারণ এটা যে সত্যি—ভয় করলেও সত্যি।

মালতী। চুপি চুপি বলো—

রাজকন্যা। না—চুপি চুপি বলতে আর ভাল লাগছে না—আজকে আমার একটু মন খুলে চেঁচিয়ে কথা কইতে ইচ্ছে করে।

মালতী। তা যে রীতি নয়,—ওরা তাতে আরও ক্ষেপবে। ওরাও সেদিন এই কথাই বলাবলি করছিল।

রাজকন্যা। কি কথা ?

মালতী। ওরা বলছিল তোমার বেশ-বিন্যাস, সাজ-সজ্জার সেই পারিপাট্য আর নেই, সেই সংযম—সেই

সম্ভ্রম নেই ; তুমি দিন দিন কেমন অগোছাল আটপৌরে হ'য়ে উঠছ।

বাজকন্যা। তাতে কি আমায় সত্যি খুব খারাপ দেখায় ?

মালতী। আমার চোখে খুব খারাপ দেখায় না বটে— কিন্তু ওদের সেটা মোটেই পছন্দ নয়। ওরা যে তোমাকে বসনে ভূষণে সাজিয়ে গুজিয়ে নিখুঁত ক'রে রাখতে চায়।

রাজকন্যা। আমি কি তা হ'লে দিনরাত শুধু সেজে-গুজে অচল হ'য়ে বসে থাকব ?

মালতী। নইলে ত চলতে গেলেই কবরীর বাঁধন শিথিল হ'য়ে ফুল পড়বে খ'সে, দমকা হাওয়ায় আঁচল দেবে উড়িয়ে, দোলখাওয়া অলক চোখের কাজল দিয়ে কপোলে কাটবে দাগ—পায়ের আলতা যাবে মুছে।

রাজকন্যা। তাতে দোষ কি ?

মালতী। সেটা ওরা চায় না।

রাজকন্যা। ওরা চায় আমাকে অচল করে ঠায় বসিয়ে রাখতে।

মালতী। তাই যেন ইচ্ছে।

রাজকন্যা। আমি যে তাতে মরে পাথর হয়ে যাব—

মালতী। সে-ভয় আমারও অনেকবার হয়েছে, মুখ ফুটে বলতে পারি নি। তুমি যখন চল তখনই তোমাকে সুন্দর দেখায়—তা আটপৌরে হলেও। চলায় চলায় তোমার বুকে ঘনশ্বাসের দোলা লাগে—তোমার বুকের সে কাঁপন তোমাকে করে অপরূপ। তুমি সেজেগুজে বসে থাকলেই আমার কেমন ভয় ভয় করে, আমি তোমার কপালে হাত দিয়ে দেখেছি, কেমন ঠাণ্ডা লাগে—মনে হয়,—না আমি তা বলতে পারব না। কিন্তু ওরা যে নানা কথা বলে!

রাজকন্যা। আর কি বলে?

মালতী। বলে রাজকন্যার চলার আগে নিঁখুত ছন্দ ছিল—তার নূপুর নিক্কণে অপূর্ব ঝঙ্কার ছিল—তাতে ছিল সঙ্গীতের মূর্ছনা—তাল-লয়-মিল। এখন যেন রাজকন্যা বেসুরে চলে।

রাজকন্যা। শোন্ মালতী, আসলে ওরা আমার চলার ছন্দটাকে ভাল ক'রে কান দিয়ে শোনে না, চোখ দিয়ে দেখতে চায়; তাই আমার ছন্দটা ওরা ধরতে পারে না। যাক সে কথা, তোকে সত্যি কথাটা খুলে বলছি।

মালতী। সত্যি কথা খুলে বলতে নেই রাজকন্যা।

রাজকন্যা। কেন ?

মালতী। সেটা নিয়ম নয়।

রাজকন্যা। তবু শোন্,—তোদের ঐ রাজপুত্তুরদের আমার আর ভাল লাগছে না।

মালতী। সর্বনাশ,—এ-কথা আমাকে বলেছ বল, আর কাউকে যেন ব'লো না।—ওরাও সেদিন এই কথাই বলছিল।

রাজকন্যা। কি বলছিল ?

মালতী। বলছিল, ওদের মতে এটা ব্যভিচার—তোমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রাজকন্যা। আসলে আমি দেখলুম, চলার চঞ্চলতাই ওদের চোখে ব্যভিচার—আর নড়চড় না ক'রে পাথরের মত পড়ে থাকাটাকে ওরা বলে আদ্যিকালের সতীপনা।

মালতী। সে-রকমের একটা ভাব ওদের আছে—আমি তা লক্ষ্য করেছি।

রাজকন্যা। সত্যি মালতী মনটা আমার চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

মালতী। সেটা ত ভাল নয়।

রাজকন্যা। খুব ভাল ; তুই জানিস্ নে। আমি দেখেছি,

চঞ্চল হলেই আমার মনে হয়, আমি আছি। তোদের ঐ সাতমহলার মাঝে গেলেই আমি যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ি। ভাল লাগে না ঐ রক্ষিদলের সাবধানী চোখ—আর কড়া শাসন,—ভাল লাগে না ঐ রাজকুমারদের।

মালতী। কেন?

রাজকন্যা। ওদের যেন কোন প্রাণ নেই, অভ্যেস বশে কলের মত চলেছে। ওদের নোতুন কথা জোগায় না—নিত্যি নিত্যি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিহিসুরে মেপেজুপে বলে সেই একই কথা। আমি কতবার শুনেছি—শুনতে শুনতে এখন ঘুম পায়। ওরা বড্ড সুর ক'রে কথা কয়—ছন্দ করে হাত-পা নাড়ে।

মালতী। তা ওদের বল না কেন?

রাজকন্যা। আমি অনেক দিন বলেছি,—রাজকুমার, আমায় একদিন একটু নোতুন ক'রে ডাক দাও—নাই থাকল তাতে সুরের লয়-মান; অনেক দিন বলেছি,—তোমরা আমায় নোতুন ক'রে একটু আদর কর—নাইবা রইল তাতে আদ্দিকালের ঢঙ।

মালতী। ওরা কি বলে ?

রাজকন্যা। ওরা তা পারে না—আমি বেশ বুঝি, ওরা অভ্যাসের দাস—তাই আমার কথায় ওরা ভয় পায়। সামনে কিছু বলতে পারে না, পেছনে জটলা পাকায় রক্ষিদলের সঙ্গে।

মালতী। তবে উপায় ?

রাজকন্যা। আমাকে ত বাঁচতে হবে—

মালতী। তার উপায় ?

রাজকন্যা। আমি ওদের যতটা পারি এড়িয়ে চলি, তাই সাতমহলার অন্তঃপুর থেকে যখনই পারি পালিয়ে আসি এই দেউল-চূড়োয়—খুলে দি এখানকার সব বাতায়ন। এখান থেকে আমি ইচ্ছা মত অনেক দূর দেখতে পাই, আমি নদীর ওপারে তাকিয়ে থাকি—দিনে রাতে ওখানে উঠছে কত বিচিত্র কোলাহল—কত দৃশ্য—কত গান,—সেখানে আঁটসাঁট নেই—কিন্তু প্রাণ আছে; কোনো চিত্রই সেখানে একটানা রেখায় ফোটে না—কেমন বাঁকা-চোরা রেখার জাল বোনা—আমার দেখতে বড় ভাল লাগে।

মালতী। বড় ভাবনায় ফেললে রাজকন্যা।

রাজকন্যা। কিচ্ছু ভাবনা নেই। ওখানে ঐ দূরে একটা বন্দর দেখতে পাচ্ছিস্? কত মাল-বোঝাই জাহাজ এসে নোঙর ফেলছে—মাল বোঝাই ক'রে কত জাহাজ নোঙর তুলে চলে যাচ্ছে দেশ বিদেশে—আমার বড় ভাল লাগে। ইচ্ছে হয় এই দেউল-চূড়ো থেকে পালিয়ে যাই ওপারে—মিশে যাই ওপারের হাজার ভিড়ের সঙ্গে—দেখি তাদের আটপৌরে রূপ—শুনি তাদের রঙ-বেরঙের কথা—হোক না একটু এলো-মেলো।

মালতী। তোমার কথা শুনতে আজ আমার ভয় করছে।

রাজকন্যা। ওটা এখানকার বহুদিনের পুরোণো সংস্কার। শোন্ মালতী, সেদিন বিকেলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়াল বশে চুলগুলো সব খুলে দিলুম—আবার বাঁধতে লাগলুম; নদীর ওপারে অনেক দূরে দেখলুম একটা বাঁকাচোরা সরু গাঁয়ের পথ—দু'পাশে ঘেঁটু আর কচুর বন—মাঝে মাঝে লম্বা ঘাসের ছোপ। সেই পথে চলছে গাঁয়ের দু'টি লোক, বাপ আর মেয়ে। মেয়েটার কেমন সুন্দর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ

চুল—অমনটা আমি আর কখনো দেখিনি—।
তার পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড়—কোনও রকমে
টেনেবুনে বুক ঢেকেছে—কোঁচড়ে যেন সব কি,
ঐটুকু মেয়ের নাকে এত বড় একটা নথ—
ভারী সুন্দর মানিয়েছিল কিন্তু মালতী। কি যেন
ভাবতে ভাবতে আনমনা চলছে আমার সুমুখ
দিয়ে। আমার মনে হ'ল, সে বড় সুন্দর—
অমন সুন্দর কোনদিন আমার চোখে পড়েনি।

মালতী। এ সব নোতুন কথা।

রাজকন্যা। তবু কিন্তু সত্যি মালতী।

মালতী। সেইখেনেই ত এদের সংশয়।

রাজকন্যা। আমার কি মনে হ'ল জান মালতী ?

মালতী। কি ?

রাজকন্যা। ও নিশ্চয় গাঁয়ের কোন রাখাল ছেলেকে ভাল
বেসেছে।

মালতী। কি ক'রে বুঝলে ?

রাজকন্যা। ওর চোখ দেখে।

মালতী। তুমি কি করলে ?

রাজকন্যা। এখামকার নিয়ম ভাঙলুম—চুল বাঁধতে বাঁধতে
দাঁড়িয়ে রইলুম ওর মুখের দিকে চেয়ে। ও-ও

দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে চেয়ে। তুই যদি দেখতিস্ মালতী! আমার কি ইচ্ছা করছিল জানিস্?

মালতী। কি?

রাজকন্যা। আমি ওখানে পালিয়ে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে চুপি চুপি তার কানের কাছে বলি,—আজ থেকে তুমি আমার সই।

মালতী। রাজকন্যার কি তা মানায়?

রাজকন্যা। আমার মনে হচ্ছে খুব মানাত। তুই যদি তাকে দেখতিস্ ত তুইও বলতিস্—বেশ মানাত।

মালতী। তোমার দু'টি হাতে ধরি, তুমি আর কক্‌খনো অমন ক'রে নদীর ওপারে তাকিও না।

রাজকন্যা। শোন্ মালতী—আর একদিন ঠিক দুপুর বেলা—

মালতী। সেও নদীর ওপারে?

রাজকন্যা। হ্যাঁ।

মালতী। তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে দেবে দেখছি।

রাজকন্যা। শোন্,—মনে হ'ল একটা এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি বন—

মালতী। সেখানে নিশ্চয় মৃগয়ায় এসেছিল এক রাজকুমার—

রাজকন্যা। না—

মালতী। না! তবে—?

রাজকন্যা। কয়েকটা সাঁওতাল ছেলে—

মালতী। এই যাঃ,—তুমি অমনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছ নিশ্চয়—

রাজকন্যা। না—ফেরাই নি—

মালতী। রাজকন্যা! তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ—

রাজকন্যা। না—ফাঁকি দিচ্ছি না—। আমি উৎসুক হ'য়ে চোখ ভ'রে দেখতে লাগলুম—

মালতী। কি?

রাজকন্যা। পাথরের মত তাদের কালো কুচ্‌কুচে রঙ—

মালতী। ছি—ছি—

রাজকন্যা। অমন ঘষামাজা রঙ আমি আর কখনো দেখি নি মালতী।

মালতী। ছি—ছি—

রাজকন্যা। আর তাদের নিটোল দেহ—

মালতী। দেখলে?

রাজকন্যা। চোখ ভ'রে দেখলুম। মনে হ'ল ওদের দেহের বাঁধ আরও শক্ত ছিল—কয়লা ভে'ঙে ভে'ঙে বুকের বাঁধন একটু ঢলকেছে।

মালতী। তারা কি করছে—

রাজকন্যা। কানে জবার ফুল দিয়েছে—।

মালতী। তাও ভাল—

রাজকন্যা। মাথায় পাখীর পালক—

মালতী। তাও ভাল—

রাজকন্যা। গলায় ঝুলোনো আরশি—

মালতী। তাও ভাল—

রাজকন্যা। তারা বাঁশী বাজাচ্ছে—

মালতী। তবু বাঁচলুম—

রাজকন্যা। মাদল বাজাচ্ছে—

মালতী। তবু বাঁচলুম—

রাজকন্যা। গান গাইছে—

মালতী। বুকের পাথর নেবে গেল—

রাজকন্যা। আর পাথরের কোলে ধেই ধেই ক'রে নাচছে—

মালতী। তবু মান রেখেছে—।

রাজকন্যা। আমি সর্দারের ছেলেটার দিকে তাকালুম—

মালতী। না তাকালেই ভাল করতে—

রাজকন্যা। না তাকিয়ে পারলুম না—

মালতী। পারা উচিত ছিল।

রাজকন্যা। আমার চোখের আলোয় তার বুকের আরশি জ্বলজ্বল ক'রে জ্ব'লে উঠল।

মালতী। সবাই শুনলে কি বলবে তোমাকে—!

রাজকন্যা। সেও আমার দিকে তাকিয়ে রইল—

মালতী। সেই ভয়ই ত আমরা দিনরাত করছি।

রাজকন্যা। তারপরে কি হ'ল জানিস্?

মালতী। আরও হ'ল?

রাজকন্যা। অনেক—

মালতী। তোমার কথা শুনতে যে আমার হাত-পা কাঁপছে—

রাজকন্যা। ওদের দারুণ ক্ষিদে পেল—

মালতী। ছি—ছি—ছি—

রাজকন্যা। ওরা দূরে এঁদো পুকুরের পাড়ে দেখল একটা মোটা শূয়োর ছানা—

মালতী। তুমি চুপ কর রাজকন্যা—

রাজকন্যা। মালতী—

মালতী। তোমার পায়ে পড়ি—

রাজকন্যা। না আজ আর আমি থামব না—তোকে শুনতেই হবে। ওরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল সেই শূয়োর ছানাটাকে—লতাপাতা দিয়ে বাঁধল তার

হাত-পা—তারপরে তাকে কাঁধে ক'রে আবার স্থরু করল নাচতে।

মালতী। ছি—ছি—ছি—

রাজকন্যা। সেই সর্দারের ছেলেটা যখন নাচে মালতী—তখন তাকে দেখতে আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। অমন রূপ আমি আর দেখি নি। ও নিশ্চয় ঐ বনের একটা কালো মেয়েকে ভালবাসে—আমি তার মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি।

মালতী। তুমি কি চাও বলত—

রাজকন্যা। সত্যি বলব মালতী—?

মালতী। ঠিক সত্যি ব'লো না,—একটু ঘুরিয়ে বল—।

রাজকন্যা। আমার একদিন ছুটে গিয়ে চুপি চুপি দেখতে ইচ্ছে করে ও কাকে ভালবাসে। ও নিশ্চয়ই ছোট তালগাছের আড়ালে তার খোঁপায় দু'টো সাদা ফুল গুজে দিয়েছে। তার জন্য হয়ত তাড়া খাচ্ছে মোড়লের—ধমক খাচ্ছে সাহেবের—কিন্তু ও ভুলতে পারছে না একটা কালো মেয়েকে। অন্ধকার স্থড়ুঙে কাজ করতে করতে ও হয়ত গান গায় তার নাম ধ'রে—সে-গান

কাউকে শুনতে দেয় না—নিজেও শোনে না—এত আস্তে।

মালতী। সব যে আমি অলক্ষণ দেখছি।

রাজকন্যা। মালতী, তুই একটিবার তাকাবি?

মালতী। কোন্ দিকে?

বাজকন্যা। ঐ নদীর ওপারে—

মালতী। সে যে উচিত নয়—

রাজকন্যা। একদিন একটিবার তাকিয়ে দেখ না,—এখন বক্ষিদল ঘুমোচ্ছে।

মালতী। তুমি জান না রাজকন্যা, ওরা কক্‌খনো ঘুমোয় না—সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে।

রাজকন্যা। ঘুমোয়—তুই জানিস্ না; আমি দেখেছি, ওরা অনেক সময় দাঁড়িয়ে চোখ খুলে ঘুমোয়। তুই একটিবার আমার সঙ্গে তাকা। ঐ দূরে মাঠ দেখছিস্? ঐখানে অনেক গুলো কলাই মটর ক্ষেত দেখতে পাচ্ছিস্? ঐ দেখ কলাই শাকের ভেতবে ব'সে ব'সে শাক তুলছে একটা বাগ্দী বুড়ী,—তক্‌তকে ঢেউতোলা শাকের ভেতরে তার সাদা মাথাটা ডুবছে আর ভাসছে—একটা বেলে হাঁসের মত। ও কে জানিস্?

মালতী। কে?

রাজকন্যা। ওকে আরও বহুবার এখান থেকে দেখেছি,—একটা শেওলাজমা কলমীদলে ভরা দীঘির পাড়ে। তার একপারে শণ ক্ষেত—দমকা হাওয়ায় এলোমেলো হ'য়ে দুলছে শাদা শাদা শণের ফুল; আর এপারে দু'টো তাল গাছ—সাঁই সাঁই ক'রে দুলছে তাদের ডগা আর জটা; নীচে ব'সে ঐ বুড়ী---তার উসকো-খুসকো শাদা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কাঁপছে শণফুলের মত। আমি কান পেতে শুনলুম— তালের সাঁই সাঁই স্থুরের সঙ্গে সে একলা ব'সে কান্নার স্থুরে গান করছে—আব দূবে পাড়ার কতগুলো ছেলে অমনি ক'রে কেঁদে ওকে ভেঙচি কাটছে। দূর থেকে ওর কান্না সবটা আমার কানে এসে পৌঁছোয় নি,—কিছু কিছু পৌঁছেছে—তাতে আমি অনেক কথা বুঝতে পেরেছি,—তুই শুনবি?

মালতী। বল।

রাজকন্যা। ওর সাত বছর বয়সে বিয়ে হ'য়েছিল, ন'বছরে হাতেব নোয়া ভেঙে ভায়ের সংসারে এসেছিল। কপাল যায় সাথে সাথে—কয়েক বছর যেতে না

যেতে ভাই ভায়ের বউ দুই-ই একসঙ্গে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল; রেখে গেল দেড় বছরের একটা ছেলে। ও মাঠে মাঠে ঘুরে গোবর কুড়িয়েছে—ঘুঁটে দিয়েছে—তাই বেচে ছেলেটাকে বড় ক'রে তুলেছে। সে ছেলেটা বড় হয়ে পাট-কলে কাজ করতে চ'লে গেল; সেখানে গিয়ে সে কুসঙ্গে মিশেছে—ছন্নছড়া হ'য়ে ব'য়ে গেছে—আর তার কোন খবর নেই। ও এখন বুড়ী হয়েছে, একা একা ঘুঁটে দেয় আর শাক তোলে।

মালতী। আহা।

রাজকন্যা। আমার কি ইচ্ছা করছে জানিস্ মালতী, ঐ কলাই ক্ষেতে ছুটে গিয়ে ওর কানে কানে চুপি চুপি বলি—তুমি আমার পিসীমা।

মালতী। আহা—।

রাজকন্যা। দেখছিস্ মালতী, তুই একদিন ওপারের দিকে তাকিয়েছিস্—তোর ভাল লাগছে। আমি জোর ক'রে বলতে পারি তোর ভাল লাগছে—কিন্তু তুই স্বীকার করবি নে ভয়ে।

মালতী। ভয় ত তোমার জন্যে।

রাজকন্যা। দেখছিস্ মালতী, ঐ যে মাঠের মাঝখানে কলাই

শাকের ভেতর বাগ্দী বুড়ী—ও-ও কিন্তু বেশ নড়ছে চড়ছে, দেখলেই মনে হয়, যত ক্ষীণ হোক ওর প্রাণ আছে—ও জেগে আছে! এখানকার রাজপুত্তুরেরা বড়ো ঝিমোয় আর স্বপ্ন দেখে। চোখ মেলেও স্বপ্ন দেখতে চায়—ইচ্ছা ক'রে জাগতে চায় না।

মালতী। তুমি তবে কি করবে?

রাজকন্যা। আমি দেখিস্ একদিন বেশ বদল ক'রে এখান থেকে পালাব—পালিয়ে যাব নদীর ওপারে—

মালতী। চারিদিকে যে রক্ষিদল?

রাজকন্যা। আমার বিশ্বাস ওরা টের পাবে না। ওরা যত ক্ষণে আমাকে চারিদিকে শক্ত ক'রে বাঁধবার চেষ্টা করবে, ততক্ষণে আমি ওদের সব ফাঁকি দিয়ে কোথায় চ'লে যাব কিছু টের পাবে না।

মালতী। তার ফল কি হবে?

রাজকন্যা। আমি জানি প্রথমে ওরা চটবে—হুলুস্থূল করতে চাইবে,—কিন্তু রাগ ক'রে ওরা বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না। একটি একটি ক'রে এপারের দলেই ভিড়ে প'ড়ে ওরা আমাকে আবার খুঁজবে,—কারণ খোঁজাই যে ওদের স্বভাব।

মালতী। সেটা ঠিক ধ'রেছ !

রাজকন্যা। ওখানে গিয়ে আমি আমার বেশ-বদলে ফেলব—চট ক'রে আমাকে চিনতে পারবে না; যখন চিনবে তখন দেখবে যে শোধরাবার আর পথ নেই; আমি ওদের হাতের বাইরে চলে গেছি; তখন আমার সঙ্গে ওরা আপোষে সন্ধি করতে চাইবে—ওপারেই আবার দেউল গ'ড়ে তুলতে চাইবে।

মালতী। কেন ?

রাজকন্যা। দেউল গড়া যে ওদের স্বভাব।

—তিন—

নিশীথ রাত ; নদীর বুকে ছিপ্ নৌকায়
ইলসে জাল নিয়ে গান গেয়ে চলেছে
হাসান।

(গান)

ও ডাগর কন্যা—
তোর দরদে লাগিল আগুন ঘরে।
আগুন বসনে ঢাকিয়া রাখি
কেমন পরকারে—
রে কন্যা—
দরদে জ্বালিল আগুন ঘরে।

তোর খোঁপায় কেন বা দিলাম ফুল—
আমার হাতে লাগিল শণের চুল,—
আমার বুকে লাগিল আগুন
তোর লাল হু'টি চোখের নজরে—
রে কন্যা—
দরদে জ্বালিল আগুন ঘরে।

আমি নিশুতি রাতে রে জাগিয়া
আগুন নিভাইতে চাই চোখের জল ঢালিয়া ;
চোখের জলে জ্বলে দ্বিগুণ আগুন—
জ্ব'লে মরি তোর তরে—
রে কন্যা—
দরদে জ্বালিল আগুন ঘরে।

(রাজকন্যার প্রবেশ)

রাজকন্যা। ওগো তোমার নাও ভিড়াও—আমি নায়ে উঠব।

হাসান। কে তুমি ?

রাজকন্যা। আগে আমায় নায়ে তোল—পরে বলছি।

হাসান। তোমাকে দেখতে দেখাচ্ছে বড়র ঝি, নায়ে তুলতে ভয় পাচ্ছি।

রাজকন্যা। বেশটাকে এখনও ঠিক বদলাতে পারি নি,—যেদিন তা পারব সেদিন দেখবে আমি তোমাদেরই।—আমায় নায়ে তোল।

হাসান। আচ্ছা এসো। তুমি কোথায় থাক ? তোমাকে আগে ত কখনো এদিকে দেখেছি বলে বলে মনে হচ্ছে না।

রাজকন্যা। তোমরা ছিপ নৌকোয় মাছ ধর গাঙের এপারে —আমার দেউল গাঙের ওপারে।

হাসান। কোথায়?

রাজকন্যা। ওপারে দেউল-চূড়ো দেখেছ কখনো?

হাসান। সেই রাঙ-দেউলের চূড়ো?

রাজকন্যা। হ্যাঁ।

হাসান। দেখিনি কখনো, লোকের মুখে শুনেছি; সেখানে এক রাজকন্যা—

রাজকন্যা। আমি সেই রাজকন্যা।

হাসান। বিশ্বেস হচ্ছে না।

রাজকন্যা। এত চট্ ক'রে বিশ্বাস না হবারই কথা,—আস্তে আস্তে হবে।

হাসান। আমার যে ছোট্ট নাও—তুমি যে রাজকন্যা—

রাজকন্যা। আমারও খুব অল্প ভার।

হাসান। বসতে দেবার যে কিছু নেই—

রাজকন্যা। ঐ ভাঙা পাটাতনেই বসব।

হাসান। এখানে যে মাছের সিটকে গন্ধ—

রাজকন্যা। সয়ে যাবে তাও।

হাসান। তুমি এত ভাল রাজকন্যা—আমরা ত কত কথা শুনতুম—

রাজকন্যা। শুনতে নেই, দেখতে হয়; শুনতে এক শোনায়, দেখলে অন্যরকম দেখায়।

হাসান। তাই ত দেখছি। তুমি ওপার থেকে এপারে এলে কি ক'রে ?

রাজকন্যা। তোমার গানেব স্থরে ভব ক'রে।

হাসান। তা এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে।

রাজকন্যা। তোমার জালে আজ মাছ পড়ল ?

হাসান। না।

রাজকন্যা। কেন ?

হাসান। আজ আর জলে জাল ফেলি নি।

রাজকন্যা। কেন ?

হাসান। আজ আর মাছ ধরবাব ইচ্ছে নেই।

রাজকন্যা। এত রাতে তবে নদীতে এসেছ কেন ?

হাসান। আজকে দেখছ না কেমন তর্‌তর্ ক'রে নদীর জল ছুটছে—সারাদিন আকাশ মেঘে ঢাকা—গুড়ি গুড়ি বর্ষা হচ্ছে—এর ভিতরে আর জাল ফেলি নি—বৈঠা ধ'রে বসে আসি। জলের টানে ভাসছি আর গান গাইছি। এই যে আবার গুড়ি গুড়ি জল এল—আমার নায়ে যে ছই নেই—

রাজকন্যা। তাতে কি ?

হাসান। তুমি যে ভিজবে ?

রাজকন্যা। আজকের রাতে আমারও একটু ভিজতে ইচ্ছে করছে। তুমি এখানে ভেসে ভেসে কাকে গান শোনাচ্ছিলে ?

হাসান। তুমি কি তার সব কথা শুনবে ?

রাজকন্যা। তাই শুনতেই ত এসেছি।

হাসান। তোমাকে সব খুলে বলতে ইচ্ছে করছে।

বাজকন্যা। কিন্তু তোমার গলা এত শুকনো লাগছে কেন ?

হাসান। সে থাক।

রাজকন্যা। না—আজকে আর থাকতে পাববে না কোন কথা—।

হাসান। তোমাকে বলতে কেমন আনন্দ হচ্ছে,—তাই বলব—সবই। সেই সকালে দু'টো পান্তা খেয়ে বেরিয়েছিলুম মাঠে—ফিরতে দুপুর বয়ে গেল ; বাড়ি ফিরে এসে দেখি—কুটুম এসেছে, রাঁধা ভাত দিয়ে তাদের কোন মতে চ'লে গেছে। ছিপখানা নিয়ে ভেসে পড়লুম গাঙে।

রাজকন্যা। তোমার ঘরে বুঝি মা নেই ?

হাসান। না। কি ক'রে বুঝলে ?

রাজকন্যা। তোমার কথার সুরে। ঘরে কে আছে ?

হাসান। চাচী—না খেলেই সে বাঁচে—।

রাজকন্যা। অত দিনের বেলায় বেরোবার কি দরকার ছিল?

হাসান। পথে আছে ঘাঘরের বাঁক—গাঙের জল সেখানে চাকের মত ঘুরছে—দিনের বেলায় দেখে শুনে নাও দিতে হয়—শক্ত ক'রে বৈঠা ধরতে হয়,—নইলে তিন পাকে একেবারে তলিয়ে যেতে হয় তিরিশ বাঁও নীচে। একবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি—পাক খেয়ে আর জল খেয়ে ভূস হয়ে উঠেছিলুম,—তারপরে ওখানটায় আর রাত্তিরে নাও ধরি না।

রাজকন্যা। আবার ফিরবে কখন?

হাসান। সেই যখন রাত ফর্সা হ'য়ে উঠবে।

রাজকন্যা। সারা রাত একা ভয় করে না?

হাসান। আরও কত নেয়ে আছে।

রাজকন্যা। যাক সে কথা; তুমি গান শোনাচ্ছিলে কাকে?

হাসান। শোনাব কাকে—আপন মনে গাইছিলুম।

রাজকন্যা। মনের ভেতরে শুনবার কেউ না থাকলে গান আসবে কেন?

হাসান। তুমি তাও জানতে পেরেছ?

রাজকন্যা। সবটা পারি নি, তাইত জিজ্ঞেস করছি।

হাসান। তার নাম ত আমি মুখে বলতে পারব না।

রাজকন্যা। কেন ?

হাসান। মনে মনে বলতে বলতে এখন মুখে আনতে কেমন লাগছে।

রাজকন্যা। গানের সুর মিশিয়ে বল, তবে আর হাল্কা লাগবে না।

হাসান। ·হাস্নু।

রাজকন্যা। কে সে ?

হাসান। ঐ ত—সেই এস্তাজ মিঞার মেয়ে।

রাজকন্যা। আমি তাকে দেখেছি—তাকে আমিও ভাল-বাসি, সে আমার সই।

হাসান। তুমি ত থাক নদীর ওপারে—

রাজকন্যা। ওপার থেকেই একদিন তার সঙ্গে সই পাতিয়েছি ; সে আমাকে দেখলে ঠিক চিনবে। তুমি তাকে গান শোনাও ?

হাসান। আর কাউকে বলি নি—তোমাকে বলছি, তাকে আমি গান শোনাই।

রাজকন্যা। কেন ?

হাসান। ও থাকে আমাদের গাঁয়ে হালদার পাড়ায়—ওর বাবা এস্তাজ হালদার।

রাজকন্যা। তাতে কি ?

হাসান। সেই প্রথম দিন—একদিন দুপুরবেলা—আমি গোরু চরাচ্ছি মাঠের আলে আলে,—ও মাথায় কাপড় দিয়ে সীম খাচ্ছিল কলাই ক্ষেতে।

রাজকন্যা। তারপর?

হাসান। ও-ও ছিল একলা, আমিও ছিলুম একলা; ও আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেঙচি কাটল —আমি গেলুম ধাওয়া ক'রে; ও আমাকে কোঁচড় থেকে দিল সীম—আমি কোঁচড় থেকে দিলুম কুল।

রাজকন্যা। তারপর?

হাসান। তারপরে একদিন ঘাটের পথে—আমি কাপড়ের তলে লুকিয়ে ঘড়ায় করে দিয়েছিলুম ওকে খেজুরের নোলেন রস—ও আমাকে দিল বৈঁচির মালা। দেখতে পেয়ে এস্তাজ মিঞা দিয়েছে আমায় তাড়া—আমি দিয়েছি দৌড়।

রাজকন্যা। তারপর—

হাসান। তারপরে একদিন ছাতিম-ভিটায়—ও কাঠ কুড়োচ্ছিল।

রাজকন্যা। আর তুমি?

হাসান। ওর কাছ ঘিঁষে ঘিঁষে চলছিলুম।

রাজকন্যা। তারপর ?

হাসান। ও আমাকে জোরে মারল ধাক্কা—আমি ওকে আস্তে খেলুম চুমু,—ও রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে চ'লে গেল।

রাজকন্যা। তারপর—?

হাসান। তারপর বহুদিন আর দেখা নেই—হঠাৎ একদিন ওকে দেখলুম মাঠ থেকে বিচুলির আঁটি নিয়ে আসছে,—পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড়।

রাজকন্যা। তারপর ?

হাসান। ওর কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে আমি বললুম, হাসনু, আমি তোকে শাড়ী কিনে দেব—ঐ রায়দের ছোট গিন্নীর শাড়ীর মত। ও বলল, ই-ইস্‌—। বাড়ি এসে সারারাত সাত-পাঁচ ভাবলুম—কি ক'রে যোগাড় করব অমন শাড়ী।

রাজকন্যা। কি করলে ?

হাসান। পরদিন সকালে কুড়ুল কাঁধে ক'রে বেরলুম। রায়েদের বাড়ি চেলা ফাড়লুন একসঙ্গে সাতদিন। মেজ বাবু বলেছিলেন, সাতদিনে দেবেন ন'সিকে। কাজ হ'য়ে গেলে বললেন,—যা

ব্যাটা, খাজনা বকেয়া পড়েছে তিন সনের—হাং-পয়সাও পাবিনে।

রাজকন্যা। কি করলে?

হাসান। করতে ইচ্ছা ছিল অনেক—কিন্তু আমরা ছোট-লোক, পারব কেন? হাস্নুকে শাড়ী দেব বলেছি, মনটা জ্বলতে লাগল।

রাজকন্যা। তারপর—

হাসান। মাথায় একদিন কুবুদ্ধি এল—

রাজকন্যা। কি?

হাসান। রায়েদের সুপুরীবাগে অনেক হয়েছে সুপুরী—ভাবলুম, একরাতে ওর পাঁচসাত ছড়া পেড়ে নিয়ে বিক্রী ক'রে দিলে একখানা শাড়ীর দাম উঠে যাবে; হাস্নু ত খুব লম্বা না—ন'হাত কাপড় হ'লেই ওর এক রকম চ'লে যাবে।

রাজকন্যা। তাই করলে?

হাসান। ধম্ম বাদী হ'ল। অন্ধকার রাতে ঢুকলুম গিয়ে সুপুরীবাগে। ঢুকতে পথে পায়ে লাগল শেতলার ঘট। হিন্দুর দেবতা—তবু শেতলা—ভয় হ'ল, গা শিম্‌শিম্ করতে লাগল। দু'তিনটে গাছ বেয়েছি—তারপর কেমন হাত-পা থর-

থরিয়ে কাঁপতে লাগল—চিৎকার ক'রে পড়ে গেলুম নীচে। ছুটে এল রায়েদের দারোয়ান তেওয়ারী—পিটমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলে রেখে দিল দেউড়ি-দুয়ারে। সকাল বেলায় বাবুরা উঠে চালান দিলেন থানায়—প্রমাণ হয়ে গেল, সিঁধ কেটে করেছি ধান চুরি—ছ'মাস খাটলুম জেল। আমার ফুফু বলেছে, খবর শুনে কেঁদেছিল হাস্‌নু।

রাজকন্যা। তারপর ?

হাসান। তারপব জেল থেকে ফিরে এসে বহুদিন দেখা হয়নি হাস্‌নুর সঙ্গে। একদিন ভিনগাঁয়ে বাঁইচ খেলা; আমি ছিলুম বৈঠা ধরে; যে ক'বার খেলা হ'ল জিত হ'ল আমাদের। খেলার শেষে ইনাম নিতে উঠলুম পাড়ে—ইনাম পেলুম এক-খানা ধুতি—আর একখানা শাড়ী—

রাজকন্যা। তখন যদি হাস্‌নু কাছে থাকত—

হাসান। তাই ত ছিল।

রাজকন্যা। তাই নাকি ?

হাসান। কাপড় হাতে ক'রে ফিরতেই দেখলুম ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে হাস্‌নু—আমার দিকেই একদৃষ্টে

চেয়ে আছে। হঠাৎ চোখাচুখি হ'তে কেমন চমকে গেলুম। ভিড় কাটিয়ে ঘুরে ফিরে গিয়ে দাঁড়ালুম হাস্নুর কাছে—বললুম, হাস্নু, শাড়ী নিবি? হাস্নু ধেৎ বলে মুখ ফিরালো।

রাজকন্যা। তারপর—?

হাসান। আমি বললুম,—হাস্নু, একদিন রাতের আঁধারে চল আমরা ছিপে ক'রে এ গাঁ থেকে পালিয়ে যাই।

রাজকন্যা। ও কি বলল?

হাসান। মাথা নীচু ক'রে রইল, কিছু বলল না। কিন্তু আমি জানি, ও একদিন আসবে। আমি সেই জন্যেই রোজ মাছ ধরার নাম ক'রে জাল নিয়ে বেরোই। এই গাঁয়ে ওর মামুর বাড়ী—ঐ যে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে কলাগাছ—ঐ-খানে। ও মাঝে মাঝে আসে এখানে বেড়াতে—আমি তাই কাছাকাছি ঘুরে ফিরে সারারাত গান গাই। ও একদিন আসবে নিশ্চয়ই—আমার গান শুনলে ও আর ভয় করবে না—আসবে ছুটে নদীর পারে—তারপরে একদিন দু'জনে ভেসে পড়ব—হাস্নু আর আমি।

রাজকন্যা। কোথায় যাবে ?

হাসান। যতদূর যেতে পারি। শুনেছি অনেক দূরে সমুদ্দুরের কাছে নদীর মুখে জাগছে নোতুন নোতুন চর—তারই কোথাও গিয়ে পৌছব। আচ্ছা রাজকন্যা, হাস্নু সত্যিই তোমার সই ?

রাজকন্যা। সত্যি বই কি—।

হাসান। আচ্ছা সত্যি করে বলত ওকে দেখতে কেমন দেখায়—

রাজকন্যা। সত্যি খুব সুন্দরী।

হাসান। তুমি রাজকন্যা, তুমি যখন বলছ তখন বিশ্বেস হচ্ছে—নইলে কেমন একটা সন্দে ছিল, বুঝি আমারই ভুল। ফুফুকে একদিন হেসে বলেছিলাম,—ফুফু, বল দেখি ও-পাড়ার হালদারদের হাস্নুকে কেমন দেখায়—। ফুফু ঠোঁটটা উল্টে বলল—খাপছুরৎ! মনটায় কেমন যেন কাঁটা বিঁধতে লাগল।

রাজকন্যা। তোমার ফুফুর চোখ নেই।

হাসান। আমারও তাই মনে হয়েছে। একদিন এক পাগলামি করেছিলু—তোমায় বলব ?

রাজকন্যা। পাগলামিই ত আমার শুনতে ভাল লাগে।

হাসান্। ফুফু আমায় বড় ভালবাসে—আমার মা নেই কিনা—তাই। একদিন শীতের রাত—খড় পুড়িয়ে আগুন পোয়াচ্ছি—আমি আর ফুফু—কাছে আর কেউ ছিল না। আমি ফুফুর বুকে মুখ রেখে ব'লে ফেলেছিলাম—

রাজকন্যা। কি বলে ফেলেছিলে ?

হাসান। বললেম, ফুফু,—এস্তাজ হালদারের কাছে গিয়ে হাস্নুকে চেয়ে দেখ না। ফুফু ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে—খবরদার—

রাজকন্যা। কেন ?

হাসান। আমাদের একখানা ভূঁই নিয়ে এক্রামদের সঙ্গে চলছিল বহুদিনের বিবাদ। তারা একবার বাজানের মাথায় লাঠি তুলেছিল।

রাজকন্যা। তারপর—?

হাসান। এই এস্তাজমিঞা তাদের হ'য়ে বাজানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। সেই থেকে আড়াআড়ি—মুখ দেখাদেখি বন্ধ। উপায় নেই—একদিন পালাতে হবে। আমি ঠিক জানি হাস্নু একদিন আসবে—নিশুতি রাত্তিরে—নদীর কূলে এসে আমাকে ডাকবে।

রাজকন্যা। তোমার কাছে ভাই অনেক কথা শুনলুম, মনটা খুশীতে ভ'রে উঠ্‌ছে।

হাসান। কেন, তোমাকে এমন কথা কেউ শোনায় না? তুমি ত রাজকন্যা—তোমাকে কথা শোনাবার জন্যে রয়েছে কত লোক—

রাজকন্যা। রাজকন্যা বলেই ত এসব কথা শুনতে পাই না।

হাসান। তোমাকে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে—তুমি এমন ভাবে শুনছ—যেন এসব কথা কখনো শোন নি।

রাজকন্যা। আজ তবে আসি ভাই—তোমাদের গান শুনলে আবার আসব—সে দিন-দুপুরে হোক আর রাত-দুপুরে হোক—। তুমি আরেকটা গান ধর না, তার সুরে ভর করে চলে যাই।

(হাসানের গান)

মন-চাতক রইল মেঘের আশে।
মেঘ উড়ে বেড়ায় কোন্ বা দেশে
নিহাল্যা বাতাসে।
(হায় মন-চাতক—)

এদেশে ফেলল না তার ছায়া,
শুধু পাগল করে ঐ যে কালো মায়া ;
তৃষায় যে বুক ফাটে
ঘু'রে কাজল মেঘের পাশে।
(হায় মন-চাতক—)

দূরে দূরে গুরু গুরু
কিযে কথা কয়—।
চাতক ভাবে—নয়—নয়—
আমার কথা নয়।
তবু আশমানে আজ তারই কথা শোনে,—
মেঘের পড়ল কি আজ মনে
সব-ছাড়া যে পাখী
তারি লাগি উদাস গাঙে ভাসে—।
(হায় মন-চাতক—)

(দৃশ্যান্তর)

রাত্রি ; বাগ্‌দীবুড়ীর বাড়ি।

রাজকন্যা। দোর খোল—

বাগ্‌দীবুড়ী। দুপুর রাতে কেগা—

রাজকন্যা। দোর খোল—পরে বলছি।

(ঘরে প্রবেশ)

বাগ্‌দীবুড়ী। কেগা তুমি লালটুকটুকে মেয়ে—এত রাতে—

রাজকন্যা। তুমি যে আমার পিসী হও। তুমি আমাকে দেখনি—আমি তোমাকে দেখেছি অনেক দিন। তুমি ঐ পুকুর পাড়ে তালতলে একা বসে রয়েছ —ঘাটে ঘাটে ঘুরে ঘুরে গোবর কুড়িয়েছ— মোটা মোটা আমগাছে ঘুঁটে দিয়েছ—কলাই ক্ষেতে শাক তুলেছ।

বাগ্‌দীবুড়ী। ওমা—এতদিন দেখেছিস্ আমায়—কাছে আসিস্ নি কেন?

রাজকন্যা। আগে দূরে বাড়ি ছিল কিনা—তাই দূর থেকেই দেখতুম,—এখন এ-পাড়াতেই আছি। হ্যাঁ পিসী —তোমার শেজের কাঁথা যে সব ভিজে গেছে—

বাগ্‌দীবুড়ী। দেখছিস্ না সারাটা রাত কেমন টিপটিপ ক'রে বর্ষা হচ্ছে—চাল থেকে টপ্‌টপ্ ক'রে জল ঝরছে নীচে।

রাজকন্যা। কেন, তোমার চালে ছাউনি নেই?

বাগ্‌দীবুড়ী। বলিস্‌নি মা সে কথা—পোড়া গাঁয়ে কি আর বাস্তব্য করবার জোটি আছে? দীনু ঘরামিকে

আজ পাঁচ মাস হল দিয়ে রেখেছি সাঁড়ে তিন গণ্ডা পয়সা—বলেছি আমার খড় রয়েছে—চালটা সেরে দে ; তা পোড়ার মুখো পয়সা নিয়ে ভেগেছে ;—দেখা হলে বলে—এই ত কাল যাব, —কাল আর ব্যাটার ফুরোয় না। এই যে মা আবার যে জলে বেগ দিল—বলি অনাছিষ্টির দেবতাগুলোও যেন একেবারে ক্ষেপেছে—চল মা ওপাশে হোগলার নীচে—ঠাস বুনাট হোগলা —জল অনেকটা মানাবে।

রাজকন্যা। না পিসী হোগলার নীচে যাব না—এখানে বসে আজ শোঁশোঁ ঝর্‌ঝর্ গান শুনব—আর একটু ভিজব।

বাগ্‌দীবুড়ী। শোন মেয়ের সখ—এদিকে স'রে বোস্ না—।

রাজকন্যা। হ্যাঁ পিসী—তুমি ঘুমপাড়ানীর গান শোনাচ্ছিলে কাকে ?

বাগ্‌দীবুড়ী। তুই তা-ও শুনতে পেয়েছিস্ ?

রাজকন্যা। তাই শুনেই ত এলুম,—তোমার ঘুনঘুনানির সুরে ভর ক'রেই ত এসেছি।

বাগ্‌দীবুড়ী। বোস্ বোস্—তুই কে আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমার এখানে মাঝে মাঝে তোর

মত অনেক আসে, আইবুড়ো মেয়ে হ'য়ে আসে —এক হাত ঘোমটা টেনে আসে—আবার সাদা কাপড়ে এলোচুলেও আসে। সেই জন্যেই ত ভয়েতে সন্ধ্যের পরে এ-বাড়ির আশেপাশে মানুষ হাঁটে না। ভয় কি—তোরা আসিস্— বসিস্—কথা বলিস্ কি না বলিস্—আবার চ'লে যাস্,—আমার ক্ষেতি করবি কেন?

রাজকন্যা। আমি তোমার ক্ষতি করব কেন—? তুমি যে আমার পিসী।

বাগ্‌দীবুড়ী। আমিও ত তাই বলছি—ক্ষেতি করবি কেন? বোস্—ভাল হ'য়ে বোস্—আমার কোন ভয় নেই। দেখছিস্ না ভাদ্দোর মাসের অমাবস্যার রাতে খোলা চুলে ভিজে কাপড়ে ফণীমনসার শেকড় তুলে ঐ ঈশান কোণে টানিয়ে রেখেছি, —সিঁদূরের সাত পুত্তল দিয়ে কড়িভরা ঘট পুঁতে রেখেছি ঐ দুয়োরের কাছে—ভয় কি আমার?

রাজকন্যা। ওমা—তুমি এত ফন্দী-ফিকিরও জান পিসী—

বাগ্‌দীবুড়ী। শিখেছি রে শিখেছি—সে অনেক কষ্টে শিখেছি। সেই যে বক্কেশ্বরের মাঠে তিপুন্নির

ঘাট—নাম শুনেছিস্ ত? সেইখেনে এক ওঝা এয়েছিল। তোকে কি বলব মা—সত্যযুগের ওঝা। কি বলব—পেত্যয় যাবি নে,—দিনের বেলা লোকের ভিড়ে চুপচাপ—রাতের বেলা মাথা ফু'ড়ে বেরোয় তিন তিনটে আগুনের চোখ—খড়ম পায়ে চটাং চটাং ক'রে শূন্যের ওপরে বেড়িয়ে ফেরে। তখন অল্প বয়েস—আমি ত প্রথমে দেখে ভয়ে মরি। তার কাছে গিয়ে ছিলুম কিছু দিন,—সে-ই সব শিখিয়েছে; আর তাই নিয়েই ত পাড়ার সব চোখ-খাগীদের কত জটলা-পটলা। তোকে তাও খুলে বলছি মা——তার কাছ থেকে এত জিনিস শিখলুম—তার কাছে এতদিন রইলুম—সে একটা কথা বললে আমি অমনি তা পায় ঠেলতে পারি? পারি—? তুই-ই কেন বল না। আর তোরাই যে এত কথা বলিস্,—পিঁপড়ের পেটের কথা জানি—পাড়ার খবর আমরা আর জানি নে? মুখ ফুটে বলিনে ব'লে এত দেমাক?

রাজকন্যা। তা থাক্—শোন পিসী—

বাগ্‌দীবুড়ী। না, থাকবে কেন? বলেছি যখন সবই বলব।

জেনে শুনে অধর্ম্ম করি নি কখনো—তা ওঝার কথায়ও না—স্বয়ং বক্কেশ্বরের কথায়ও না। একদিন দুপুররাতে ওঝা আমায় ঘুম থেকে ডেকে তুলল,—বললে, আমি বক্কেশ্বরের ভৈরব। কি বলব,—তোর গা ছুঁয়ে বলছি, আমি চোখে দেখি সাক্ষাৎ মহাদেব! আমি সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম করলুম। আমাকে কাছে ডেকে বলল,—তুমি আমার ভৈরবী। তারপরে কত মন্তর—তন্তর! তাই বলছিলুম, তোদের আমি ভয় পাইনে।

রাজকন্যা। তুমি ঘুমপাড়ানীর গান শোনাচ্ছিলে কাকে পিসী—?

বাগ্‌দীবুড়ী। ঐ দেখছিস্ না—কাঁথার নীচে—

রাজকন্যা। ওমা—ওযে একটা ন্যাকড়ার পুতুল—! বুড়ো বয়সে আবার পুতুল খেলতে আরম্ভ করলে নাকি পিসী—?

বাগ্‌দীবুড়ী। ঠিক বলেছিস্ মা,—বুড়ী হওয়া না ত ফের খুকী হওয়া। ছেলে বেলায় যেমন পুতুল খেলার সখ হয়, বুড়ো হ'লে আবার তেমনি পুতুল খেলার সখ হয়। দিনরাত তখনও কি আর ঘর-কন্না করতে ইচ্ছে করে—? ইচ্ছে করে ডাইনে

বাঁয়ে ট্যাঁও ট্যাঁও করে কতগুলো পুতুল—তাই নিয়েই দিনরাত খেলি।

রাজকন্যা। ট্যাঁও ট্যাঁও করছে কোথায়—এ যে ন্যাকড়ার পুতুল—?

বাগ্‌দীবুড়ী। আ—মর—তোর চোখে হ'ল কি ? ওযে আমার পঞ্চুর ছেলে—এই ত সাত মাস পূরে আট মাসে পড়ল। ট্যাটন ছেলে কিচ্ছুতে ঘুমুতে চায় না,—তাই ঢেকেঢুকে কাছে নিয়ে হাত থাবড়ে ঘুম পাড়ানীর গান করছিলুম। তোর বিশ্বেস হচ্ছে না ?

রাজকন্যা। কেন হবে না ?

বাগ্‌দীবুড়ী। তোর হচ্ছে, কিন্তু পাড়ার লোকের কোন কিচ্ছুতে বিশ্বেস নেই। ওরা বলে, পঞ্চু আমাকে চিঠি দেয় না টাকা পাঠায় না—কোন যোগ-জিজ্ঞেস করে না। পঞ্চু কি আমার তেমন ছেলে ?

রাজকন্যা। তাই ত।

বাগ্‌দীবুড়ী। পঞ্চু যেদিন পাটকলে চাকরী করতে যায়—সে-দিন ঘরে আমার হাঁড়ি বাড়ন্ত। বামুন বাড়ির থেকে ব'লে ক'য়ে একপেট খাইয়ে আনলুম।

খেয়ে দেয়ে গামছা খানা কাঁধে ফেলে হাঁটুর ওপর কোঁচা ঢুলিয়ে পঞ্চু যখন হাঁটতে লাগল—তোকে কি বলব মা—ঠিক যেন রাজপুত্তুরটি। বটতলা দিয়ে যেতে আমি মা জয়দুগ্‌গার ঘটের সুমুখে মাথা কুটে বললুম, মা পঞ্চুর যেন সাত টাকা মাইনের চাকরী হয়,—আমি আসছে বারে জোড়া পাঁঠা দেব। পঞ্চুর কানের কাছে গিয়ে বললুম,—পঞ্চু তোর সাত টাকা মাইনের কাজ হ'লে আমি কিন্তু লাল টুকটুকে বউ ঘরে আনব —আর কারোর কথা শুনব না। যা লাজুক ছেলে আমার পঞ্চু,—গাল খানা ঘেমে লাল হ'য়ে উঠল।

রাজকন্যা। তারপর—

বাগ্‌দীবুড়ী। তারপরে হোথায় গিয়ে পঞ্চুর পাটকলে কাজ হয়েছে—আমাকে কত চিঠি লেখে—তত্ত্ব করে। তোকে চুপি চুপি বলছি,—দুপুররাত, এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তাই বলছি,—নইলে বলতুম না—পঞ্চু মাঝে মাঝে আমাকে টাকা পাঠায়। আমি তা পাড়ায় বলব কেন?

রাজকন্যা। কেন বলছ না?

বাগ্‌দীবুড়ী। বোকা মেয়ের কথা শোন। বললেই ত এ বলবে আমাকে একটা টাকা—ও বলবে আমাকে একটা,—আমি কি টাকার হরিল্লুট দিতে বসেছি? আমি তাই এক্কেবারে চেপে যাই,—বলি পঞ্চু কিচ্ছু পাঠায় না, আমি ঘুঁটে দিয়ে খাচ্ছি। এই সেদিনও ত আমি দক্ষিণের ভিটায় জলপই কুড়োচ্ছি—পিয়ন সেখানে চুপি চুপি গিয়ে বলল,—তোমার নামে টাকা আছে—পঞ্চু পাঠিয়েছে তিনটে টাকা; সেই জঙ্গলের ভেতরেই চুপি চুপি ঠং ঠং করে বাজিয়ে নিলুম রূপোর তিনটে টাকা—পাড়ার লোক তা জানবে কেন?

রাজকন্যা। সত্যিই ত।

বাগ্‌দীবুড়ী। সত্যি হ'ক মিথ্যা হ'ক তোকে বললুম—আর পাঁচজনের কাছে তা গলা বাজিয়ে বলতেই বা যাব কেন?

রাজকন্যা। তাই ত।

বাগ্‌দীবুড়ী। ও মা মা—শুনছিস্ রাতদুপুরে কেমন ক'রে কানের কাছে এসে কাঁদছে বামুনদের কালো বেড়ালটা। এই জন্যেই ত আমার সঙ্গে লাগে পাড়ার সঙ্গে। মর পোড়ার মুখোরা—রাত্তিরের

বেলা কালো বেড়াল কখনো ছেড়ে দিতে হয়? তোমরা যারা আস তারা আমার ক্ষেতি করবে না জানি; কিন্তু রকম ভেদ ত কত আছে, তাকি আমার কিছু অজানা! ওই কাল বেড়াল আর কাণা কুকুরে ভর ক'রে যারা আসে তারা ভাল নয়—তারা অমঙ্গল করতে পারে।

রাজকন্যা। তোমার তারা কি করবে পিসী?

বাগ্‌দীবুড়ী। আরে তাত আমি জানি—আমার কি করবে? শোবার আগে আমি ঘর প্রেদক্ষিণ ক'রে ধুলো বন্ধন দিয়ে রাখি না? আর দুয়ারের চৌকাঠে তিন ফু—পাঁচ টোকা—ব্যাস—আর কি করবে আমার? তবু বলি, তোরা ঘরের কালো বেড়াল ছাড়বি কেন রাত্তির বেলা? অপরের ত ক্ষেতি করতে পারে। আবার এও জেনো— ডাক পড়বে সব সময় আবার এই বাগ্‌দী বুড়ীরই। সেই পীতাম্বরের নাতবৌ সন্ধ্যে বেলা এলো চুলে লাল বস্তোরে গেছিল পুকুর পাড়ে এঁটো হাতে,—গাবগাছ থেকে এসে তার ঘাড়ে অধিষ্ঠান করল,—সে কিন্তু স্বয়ং কামরূপ কামেশ্বরীর বাঁদিকের যোগিনী। সে বউ দেখি

দিনেরাতে পঁচিশবার হাতপায় খিল ধ'রে মুখ সিটকে পড়ে থাকত ভিরমি দিয়ে। সে বউএর আর ছেলেপিলে হয় না—কত ডাক্তার কবরেজ, কত পুজো-মানৎ—কত তুকতাক। শেষটায় বাঁচিয়ে দিল গিয়ে এই বাগ্‌দীবুড়ীর হাড় ক'-খানাই। এখন বাঁশঝাড়েব একখানা কঞ্চি ধ'রে টান দিলে সেই পীতাম্ববেরই কত মুখ খিঁচুনী।

রাজকন্যা। তাত বটেই।

বাগ্‌দীবুড়ী। আমাব কি এক যন্তোন্না—আরে রাম, দেখ ত দেখি, আবার ছেলেটা মুতে ভেজাল কাঁথাখানা, —বর্ষার রাতে আর কত শুকোব বল দেখি নি। আঁটকুড়োর বেটার সারাবাতে ঘুম নেই—আমাকেও দু'দণ্ড ঘুমোতে দেবে না। জেগে জেগে মাথাটা চরকীর মতন ঘুরতে থাকে। ঘুমো তঁ্যাদর ছেলে—ঘুমো। রাজপুত্তুর হয়েছেন—তিনি ভেজা কাঁথায় শোবেন না—ঘুমো বলছি—ঘুমো—নইলে গলা টিপে মেরে ফেলব, বুড়ো হাড়ে কত সয়! না না—তোমায় বলি নি—ও আমার মাণিক—ও-ও ও-ও—

রাজকন্যা। তুমি ওকে ঘুম পাড়াও—আমি আজ আসি—।

বাগ্‌দীবুড়ী। আবার আসিস্—আমি ভয় পাব না কিছু—

রাজকন্যা। তোমার ঘুমপাড়ানীর গান শুনলে আবার আসব।

—চার—

রাজকন্যার স্বর্ণদেউল ; রক্ষিদল।

প্রথম রক্ষী। এ-দেউলের মান-মর্যাদা আর কিছুই রইল না।

দ্বিতীয়। আমাদের ভার কমে গেছে—

তৃতীয়। তাতে ইতরের সাহস বেড়ে গেছে—

চতুর্থ। চেষ্টা আমরা অনেক করেছিলুম—

প্রথম। কিন্তু আমাদের চেষ্টা সফল হ'ল না—

দ্বিতীয়। হ'ল না ঠিক বলতে পারি নে—তবে হয় নি—

তৃতীয়। আর হবার সম্ভাবনাও নেই—

চতুর্থ। তবু হ'ল না ঠিক সে-কথা বলব না।

প্রথম। কিন্তু শেষটায় হার হ'ল আমাদের—

দ্বিতীয়। তবু সেটা আমরা মানব না—

তৃতীয়। কারণ সেটা আমাদের নিয়ম না—

চতুর্থ। এবং তাই অভ্যাস না—।

প্রথম। জয় হ'ল শেষটায় রাজকন্যাব খেয়ালের—

দ্বিতীয়। সেই খানেই ত আমাদের ঘোর আপত্তি—

তৃতীয়। কারণ খেয়ালটাকেই আমরা সবচেয়ে বেশী ভয় করি—

চতুর্থ। মানি যুক্তিকে।

প্রথম। আমরাও এত সহজে ছাড়ব না—

দ্বিতীয়। তাকে শাসাব—

তৃতীয়। আস্ফালন করব—

চতুর্থ। যত পারি তর্জনগর্জন করব—

প্রথম। আমরা তার গতি বিশ্লেষণ করব—

দ্বিতীয়। তার যৌক্তিকতা দেখব—

তৃতীয়। মাপ-জোপ করব—

চতুর্থ। নিক্তিতে কাঁটায় কাঁটায় ওজন করব—

প্রথম। তার পরে বলে দেব—সে কি ছিল—

দ্বিতীয়। কি হয়েছে—

তৃতীয়। কি হতে পারত—

চতুর্থ। কি হওয়া উচিত।

প্রথম। এই সব খেয়াল-খুশীর নিত্যনোতুন ছেলেখেলা

আমাদের আর ভাল লাগছে না।

দ্বিতীয়। আমরা অনেক বিচার-বিবেচনা করব—

তৃতীয়। গভীরভাবে তলিয়ে যাব—

চতুর্থ। তারপরে তার একটা দিনচর্যা ঠিক ক'রে দেব।

প্রথম। সেটা হবে তার নিত্যকালের দিনচর্যা।

দ্বিতীয়। তার থেকে এতটুকু নড়চড় হ'লে চলবে না—

তৃতীয়। নড়চড় হ'লেই আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠব—।

প্রথম। হ্যাঁ হে ভায়া, বাইরে যেন কেমন একটা সোর-গোল শোনা যাচ্ছে—

দ্বিতীয়। ওটা আমাদের আতঙ্ক—

তৃতীয়। হয়ত ঝরাপাতার শব্দ—

চতুর্থ। হয়ত কিছুই না।

প্রথম। নাহে—হঠাৎ এরা সব কি ক'রে দোর ভেঙে এসে পড়ল—

দ্বিতীয়। তাইত—

তৃতীয়। তাইত—

চতুর্থ। তাইত—

(ঝাণ্ডা হস্তে মিছিলের প্রবেশ)

প্রথম। কেহে তুমি—কেহে—

মিছিল। আমি মিছিল।

দ্বিতীয়। বলি কোন্ সম্প্রদায়—?

মিছিল। মনুষ্য-সম্প্রদায়।

তৃতীয়। ঐসব রসিকতা রাখ, মনুষ্যের ভেতরে কোন্ দল ?

মিছিল। আমরা দল-ভাঙার দল।

চতুর্থ। বলি তা এখানে কি চাও ?

মিছিল। রাজকন্যাকে চাই।

প্রথম। দেখ ইতরের সাহস—

দ্বিতীয়। চলে যাও এখান থেকে—

প্রথম। না হলে ঝাণ্ডা কেড়ে নেব—

তৃতীয়। ডাণ্ডা মারব মাথায়—

চতুর্থ। আর তবেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

প্রথম। তোমরা কোথায় থাক হে বাপু—?

মিছিল। নদীর ওপারে।

দ্বিতীয়। রকম-সকম দেখে ত তাই-ই মনে হচ্ছে। তা এপারে উৎপাত করতে এলে কি ক'রে ?

মিছিল। তাও জান না ?—এখানে বসে বসে কি তোমরা ঘুমোও ?

তৃতীয়। বেটাচ্ছেলে দিক্ করিস্ নি—ব'লে ফেল।

মিছিল। নদীর ওপরে যে পুল হ'য়ে গেছে।

চতুর্থ। মিথ্যে কথা—এপারে ওপারে কখনো পুল হতে পারে না।

মিছিল। নইলে আমরা এলুম কি করে?—দেখছ না আমরা কত—

প্রথম। এঁ্যা—তাইত রে পুল হয়ে গেছে?

মিছিল। হঁ্যা গো হঁ্যা—

প্রথম। কার আদেশে?

মিছিল। রাজকন্যার আদেশে।

দ্বিতীয়। রাজকন্যা আদেশ দেবার কে?

মিছিল। সেইটে ভুলেই গোল বাঁধিয়েছ।

তৃতীয়। রাতারাতি পুল হয়ে গেল—আমরা একটু টেরও পেলুম না!

মিছিল। সেইটেই ত নিয়ম, তোমরা আগে টের পাওনা—পরে গবেষণা কর।

প্রথম। রাজকন্যার হঠাৎ কেন এ-খেয়াল?

মিছিল। খেয়াল ব'লেই ত 'কেন'টা বলা শক্ত।

দ্বিতীয়। আমরা এ-খেয়ালকে বরদাস্ত করব না।

মিছিল। এ-ত জবরদস্তের কথা হ'ল।

তৃতীয়। এ রাজকন্যার ভারী অন্যায়—

মিছিল। তার উপায় ছিল না।

চতুর্থ। সে একটা কথা হ'ল ?

মিছিল। সেইটেইত হ'ল আসল কথা।

প্রথম। তার মানে ?

মিছিল। তার মানে চারদিকে আকাশে বাতাসে লেগেছিল যে নোতুন খেয়ালের দোলা।

দ্বিতীয়। তাতে কি হ'ল ?

মিছিল। রাজকন্যার দেহ-মন চঞ্চল হ'ল।

তৃতীয়। হুঁ—

মিছিল। ঐটাইত এখানকার বিজ্ঞতার ধ্বনি—

চতুর্থ। কি করে জানলে ?

মিছিল। আমরা অজ্ঞ, তাই বিজ্ঞতাকে চট্ ক'রে চিনে নিতে পারি।

প্রথম। এ-পুল তৈরী করল কে ?

মিছিল। আমাদের ভেতরে কি কারিগরের অভাব? যে-রকমের চাও সব রকমের পাবে।

দ্বিতীয়। এরা সব কোথা ছিল এতদিন ?

মিছিল। তোমাদের ভয়ে ভিড়ের ভেতরে লুকিয়ে ছিল।

তৃতীয়। তারপর ?

মিছিল। তারপর রাজকন্যার চোখের ইসারা পেয়ে তারা একদিন গেল ক্ষেপে—ভয় গেল তাদের ভেঙে ;

টকাটক টকাটক ক'রে তারা রাতারাতি পুল তৈরী করে ফেলল।

প্রথম। তোমরা এখন কি চাও এখানে ?

মিছিল। তা ত আগেই বলেছি,—রাজকন্যার দেখা চাই।

দ্বিতীয়। কি হবে তাকে দিয়ে ?

মিছিল। তাকে আমরা এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব—

তৃতীয়। খরবদার—ইতরের আস্পর্ধা দেখ। কোথায় শুনি—

মিছিল। ঐ যেখানে আমাদের স্বেচ্ছাসেনার তাঁবু খাটিয়েছি।

চতুর্থ। কোথায় ?

মিছিল। নদীর ওপারে।

প্রথম। ভাগো এখান থেকে—

দ্বিতীয়। রাজকন্যাকে একপা দেউলের বাইরে যেতে দেব না।

তৃতীয়। তোমাদের ভাণ্ডা মেরে তাড়িয়ে দেব।

চতুর্থ। রাতারাতির ঠুনকো পুল দু'ঘায়ে ভেঙে ফেলব।

মিছিল। তা তোমরা পারবে কেন ?

প্রথম। আলবৎ পারব—কেন পারব না—?

মিছিল। তোমরা যে মাত্র জন কয়েক—

দ্বিতীয়। আর তোমরা?

মিছিল। হাজার হাজার—অসংখ্য—

তৃতীয়। তোমাদের এমন ক'রে কে ক্ষেপিয়ে দিল?

মিছিল। রাজকন্যা—

চতুর্থ। তাকে কে ক্ষেপাল?

মিছিল। আমরা সবাই মিলে।

প্রথম। আমরা পুল ভেঙে সব তাড়িয়ে দেব—

মিছিল। আমরা সবাই মিলে এই দেউলের পাঁচীল ভেঙে দেব,—একখানা একখানা ক'রে এর ইট-পাথর খুলে নেব—গুড়ো করে এই ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেব।

দ্বিতীয়। তারপরে এখানে কি হবে শুনি—

মিছিল। তারপরে এখানে কারখানা বসাব—আপিস তুলব—তাঁবু খাটাব—কুচকাওয়াজ করব—সভা করব।

তৃতীয়। চোপরও—

মিছিল। আমরা একসঙ্গে ঝাণ্ডা তুলে জয়ধ্বনি করব—আমরা বিদ্রোহী—

চতুর্থ। খবরদার বলছি—

মিছিল। খবরদারিকে টুঁটি চেপে মারাই ত আমাদের কাজ।

(রাজকন্যার প্রবেশ)

জয় হোক রাজকন্যার—এই যে রাজকন্যা।

রাজকন্যা। এখানে এত জটলা কেন?

মিছিল। এরা আমাদের অপমান করেছে—।

রাজকন্যা। তোমরা এখানে কি চাও?

মিছিল। তুমি রাজকন্যা—আমরা তোমাকে চাই—। তোমাকে আমরা এ-দেউল থেকে বের করে নেব।

রাজকন্যা। কেন?

মিছিল। এখানে তুমি বন্দিনী—আমরা তোমাকে বন্দিনী থাকতে দেব না।

রাজকন্যা। বাঁধন যে আপনা থেকেই খুলছি।

মিছিল। আর যেটুকু বাকি আছে তাও আমরা জোর ক'রে খুলতে চাই।

রাজকন্যা। জোর ক'রে আমাকে বাঁধাও যায় না—আমার বাঁধন খোলাও যায় না।

মিছিল। তুমি আর রাজপুত্তুরদের কক্‌খনো ভালবাসতে পারবে না।

রাজকন্যা। কেন?

মিছিল। ওরা মাটিতে পা দেয় না—আকাশে ওড়ে—।

রাজকন্যা। যদি সত্যি তাই কখনো ভাল লাগে?

মিছিল। ভাল লাগতেই যে আর আমরা দেব না। আর এপারের দেউল আমরা ভেঙে দিয়ে ওপারে তোমাকে নিয়ে যাব।

রাজকন্যা। দেউল যদি ভাঙবার হয় ত আপনা-আপনিই ভাঙতে দাও—।

মিছিল। আমরা তোমাকে এমন করে আর সাজতে দেব না।

রাজকন্যা। এমন ক'রে ভাল না লাগে—অন্যভাবে সাজাও।

মিছিল। না—সাজতেই দেব না।

রাজকন্যা। কি করবে?

মিছিল। তোমাকে ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে গায়ে তোমার ধুলোকালি মাখাব।

রাজকন্যা। জোর ক'রে করলে যে আমি কুৎসিত হয়ে যাব?

মিছিল। তাতে দোষ কি?

রাজকন্যা। না—তা পারব না,—কুৎসিত আমি কখনো হ'তে পারব না। দোহাই তোমাদের—জোর ক'রো না।

মিছিল। আমরা বিদ্রোহী—আমরা জোর করব—।

রাজকন্যা। বিদ্রোহী শুধু জোর করে না,—যে আপনি ফুটতে চাচ্ছে তাকেই সে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তোলে।

মিছিল। ও সব মিষ্টি-কথা হ'ল—ও সব আমরা শুনবও না মানবও না।

রাজকন্যা। তবে যে বলছিলে তোমরা আমাকে মুক্তি দিতে চাও?

মিছিল। এদেব হাত থেকে মুক্তি দেব—

রাজকন্যা। তাবপরে যে তোমাদের হাতে বন্দিনী হব?

মিছিল। এই স্বর্ণদেউল থেকে তোমাকে মুক্তি দেব—

রাজকন্যা। তারপরে যদি মাটির দেউলে বন্দিনী হই?

মিছিল। এ-সব তোমার ছলনা—

রাজকন্যা। তোমরাও দেখছি একই ভুল করছ!

মিছিল। কি?

রাজকন্যা। ওরাও এখানে বাঁধতে চায়—আমাকে খুশী মনে চলতে দিতে চায় না—তোমরাও নোতুন ক'বে বাঁধতে চাও।

মিছিল। আমরা ওদের উল্টোটা চাই।

রাজকন্যা। তার মানে তোমরা উল্টো রকমের বাঁধন চাও।

মিছিল। আমরা কাজের মানুষ, আর বেশী সময় নষ্ট

করতে পারছি না—আমরা তোমার কথা এক সময় ভেবে দেখব। কাল সকালে কিন্তু একবার যেতে হবে ওপারে।

রাজকন্যা। কেন?

মিছিল। কাল সকালে যে আমাদের মস্ত বড় সভা।

রাজকন্যা। কিসের সভা?

মিছিল। ম্যালেরিয়া-বিরোধী সভা। দেশের অবস্থা কি হয়েছে জান? ম্যালেরিয়ায় দেশ—

রাজকন্যা। আচ্ছা কাল তোমাদের সভায় গিয়ে সব শুনব।

মিছিল। তোমার মুখের কথা দিলে চলে যেতে পারি।

রাজকন্যা। আচ্ছা রইল সেই কথা।

(ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে জয়ধ্বনি করতে করতে মিছিলের প্রস্থান)

(দৃশ্যান্তর)

নদীর এপার। স্বেচ্ছা-সেনার তাঁবু।

প্রথম। সার দিয়ে দাঁড়াও সকলে—

দ্বিতীয়। ডাইনে যারা ম্যালেরিয়ায় কাঁপছ—তারা—

তৃতীয়। তার পেছনে যারা ম্যালেরিয়ায় কেঁপেছ—তারা—

চতুর্থ। তার পেছনে যারা ম্যালেরিয়ায় কাঁপতে পার—তারা—

প্রথম বাঁয়ে একদল—

দ্বিতীয়। প্রথমে যারা এখন ম্যালেরিয়ায় ভুগছ না—তারা—

তৃতীয়। তার পেছনে যারা কখনো ম্যালেরিয়ায় ভোগ নি—তারা—

চতুর্থ। তার পেছনে যাদের কোন দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগবার আশা নেই—তারা।

প্রথম। সকলের ঝাণ্ডা একবার উঁচু কর—

দ্বিতীয়। একবার ডাইনে হেলাও—

তৃতীয়। একবার বাঁয়ে হেলাও—

চতুর্থ। ঝাঁকি দিয়ে নাবাও।

প্রথম। সমস্বরে একবার বল—আমরা বিদ্রোহী—

দ্বিতীয়। আমরা আর ম্যালেরিয়ায় ভুগব না—

তৃতীয়। আমরা আর মশকের ভয় করব না—

চতুর্থ। আমরা অমৃতের সন্তান—আমরা মরব না—।

প্রথম। দুনিয়ায় আমাদের বাঁচবার অধিকার আছে—

দ্বিতীয়। যেমন অধিকার আছে রাজরাজরাদের—

তৃতীয়। কারখানার মালিকদের—

চতুর্থ। আপিসের বড় বাবুর।

প্রথম। আমরা আজকে জেগেছি—.

দ্বিতীয়। পাঁজরার শীর্ণ হাড় ক'খানা দেখতে পেয়েছি—

তৃতীয়। বুকে মরণের শ্বাস শুনতে পেয়েছি—

চতুর্থ। তাই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছি।

প্রথম। এইবারে এক-একজন ক'রে এগিয়ে আসতে থাক। প্রথমে করমালী—

করমালী। এজ্ঞে এই যে এইচি—

দ্বিতীয়। তোমার কি কি হয়?

করমালী। এজ্ঞে প্রথমে শীত শীত করতে থাকে—

তৃতীয়। তাত করবেই—

করমালী। মাথা ধরে—

চতুর্থ। সেত জানা কথা—

করমালী। তারপরে দাঁতে দাঁতে খিল ধরে কাঁপতে থাকি।

প্রথম। হ্যাঁ বলে যাও—

করমালী। তারপর হুহু ক'রে জ্বর আসে—চিৎ হ'য়ে মরার মতন প'ড়ে থাকি।

দ্বিতীয়। কেউ দেখছে?

করমালী। খোদা দেখছে—

তৃতীয়। বলি ওষুধ কিছু খাওয়া হয়?

করমালী। এজ্ঞে কত্তা হয়—ফকীরের পানি—এজ্ঞে যাকে

বলে. পানিপড়া—সেই মোস্তোর দিয়ে—

প্রথম। তাতে অক্কা পাওনি এখনো ?

করমালী। আমাদের কি মরণ আছে ?

দ্বিতীয়। তোমাদের মরণ থাকবে কেন—মরণ আমাদের।

তৃতীয়। যাও—তোমার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও—

প্রথম। দ্বিতীয় সার থেকে চলে এস একজন—

তিনু। হুজুরের দোয়া হয়—

দ্বিতীয়। এখানে হুজুর-ফুজুর নেই কেউ—চটাপট তোমার খবর বল—

তিনু। আগে জ্বর হ'ত—

তৃতীয়। এখন—?

তিনু। হয় না—।

চতুর্থ। সেটাও চট্‌পট্‌ ক'রে বলতে হয়—।

তিনু। আজ্ঞে চটপট বলতে পারি নে—

প্রথম। কেন ?

তিনু। বুক ধড়ফড় করে—দম আটকে আসে—।

দ্বিতীয়। কিছু প্রাতরাশ হয় ?

তিনু। আজ্ঞে বুঝলুম না—

তৃতীয়। বলি সকাল বেলা কিছু খাওয়া হয় ?

তিনু। হয় বৈ কি ?

চতুর্থ। কি হয়?

তিনু পঞ্চতিক্ত পাঁচন—।

প্রথম। বলি পেট ভ'রে কিছু খাওয়া হয়?

তিনু। পেট আমার ভরাই আছে—

দ্বিতীয়। কিসে?

তিনু। আজ্ঞে পিলোয়—।

তৃতীয়। চলে যাও তোমার জায়গায়—।

চতুর্থ। তারপরে—?—কে মোনাই ধুপী—?

মোনাই। হ কত্তা—

প্রথম। কি হয় তোর?

মোনাই। আমার কিচ্ছু হয় না—

দ্বিতীয়। তবে ওখানে সখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

মোনাই। আমার ছেলে রক্ত হাগে—

তৃতীয়। রক্ত হাগে খাওয়াস্ কি?

মোনাই। কিচ্ছু না কত্তা; কিচ্ছু খাওয়াতে পারি না বলেই ত রক্ত হাগে।

চতুর্থ। জল ফুটিয়ে খাওয়াস্?

মোনাই। না কত্তা—

প্রথম। কেন?

মোনাই। ভাতই ফোটে না কত্তা—আবার জল—

দ্বিতীয়। তবে মর,— আমরা কি করব ?

(রাজকন্যার প্রবেশ)

রাজকন্যা। এখানে তোমরা এত লোক কেন ?

দ্বিতীয়। এখানেই ত আজ আমাদের সভা।

রাজকন্যা। আমাকে এখানে কেন ?

প্রথম। তোমার গলা মিষ্টি—সবাই শুনতে চায়—আর শুনে' ভোলে ; অতএব তুমি প্রথমে একটা গান কর।

দ্বিতীয়। সে গানে বেশ যেন একটা জোর থাকে—

তৃতীয়। শুনে যেন এই সব মৃত প্রাণ আবার তাজা হ'য়ে ওঠে।

চতুর্থ। প্যানপেনে গান যেন না হয়, সে-বিষয় প্রথম থেকে বিশেষ সাবধান থেকো।

রাজকন্যা। আমার যে এখানে এভাবে ঠিক গান পাচ্ছে না—

প্রথম। গান পাচ্ছে না মানে ?

দ্বিতীয়। গান যে তোমার পেতেই হবে।

তৃতীয়। দেশ শুদ্ধ্ লোক যাচ্ছে ম'রে—আর তুমি বলছ এখনো তোমার গান পাচ্ছে না ?

চতুর্থ। অনেক আগেই ত পাওয়া উচিত ছিল।

প্রথম। তারপরে ত কবিতা পড়তে হবে—

দ্বিতীয়। বক্তৃতা করতে হবে—

তৃতীয়। ছবি আঁকতে হবে—

চতুর্থ। নাচতে হবে।

রাজকন্থা। এ সব কিছুই যদি আজ এখানে ভাল না লাগে?

প্রথম। ও-সব সেকেলে মান্ধাতার আমলের কথা—ওসব এখন আর আমরা বরদাস্তই করব না।

দ্বিতীয়। নোতুন তাজা কথা না বললে আমরা আমলেই আনব না।

তৃতীয়। আমাদের যে দরকার রয়েছে—

চতুর্থ। আমরা যে চাই কাজ—।

রাজকন্থা। তোমরাও ত সেই মান্ধাতার আমলের ভুল করছ—

প্রথম। কি?

রাজকন্থা। ভাল না লাগলে যে আমি কিছুই করতে পারি না—

দ্বিতীয়। বিলাস—বিলাস,—বহুদিনের অনভ্যাস—আমরা নোতুন অভ্যাস করিয়ে দেব।

রাজকন্যা। অনভ্যাস নয়—ওটা আমার স্বভাবই নয়।

তৃতীয়। যদি দরকার হয়?

রাজকন্যা। যে দরকার আমার ভাল লাগে সেই দরকারেই আমি গান গাইতে পারি—সব দরকারে নয়।

চতুর্থ। এ-সব কথা আমাদের মনে লাগছে না।

প্রথম। আমরা এতে সেই পুরোণো প্যানপ্যানানির গন্ধ পাচ্ছি।

দ্বিতীয়। যেটা আমরা অপছন্দ করি সবচেয়ে বেশী—

তৃতীয়। আর যেটাকে আমরা দেশ থেকে দিতে চাই দূর ক'রে—

প্রথম। অতএব তোমাকে গান গাইতে হবে—

দ্বিতীয়। আঁকতে হবে—

তৃতীয়। ছড়া কাটতে হবে—বক্তৃতা করতে হবে—

চতুর্থ। নাচতে হবে।

প্রথম। নইলে তোমার এপারে এসে লাভ কি হ'ল?

দ্বিতীয়। ওপারেই ত সোনার দেউলে রাজপুত্তুরদের নিয়ে বেশ ছিলে।

তৃতীয়। দিনরাত সেজেগুজে সোনার পালঙ্কে ঝিমোতে—

চতুর্থ। আর স্বপ্ন দেখতে।

রাজকন্যা। কিন্তু আমিও ভাবছি—এত কড়া শাসন আর জোর-জবরদস্তিই যদি আমাকে সইতে হবে তবে আমিই বা ওপার থেকে চলে এলেম কেন?

প্রথম। তুমি কি মনে করে এসেছ ?

রাজকন্যা। আপন খুশীতে চলব বলে।

দ্বিতীয়। সভায় গান গাইবে না ?

রাজকন্যা। সভায় আমার গান আসে—মোটা সুরের মোটা গান ; তা গাইতে পারি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, সেই গানই যদি আমাকে নিত্য করতে বল তবে হাঁপিয়ে উঠব যে দু'দিনে।

তৃতীয়। এই যে ম্যালেরিয়ায় এত লোক ম'রে যাচ্ছে তুমি এদের কোন উপকারে লাগতে চাও না ?

রাজকন্যা। কেন চাইব না ?

চতুর্থ। কি ক'রে ?

রাজকন্যা। আমাকে তোমরা এদের ভেতর ছেড়ে দাও—এদের সঙ্গে মিলেমিশে আগে আমি এদের সকল সুখদুঃখের হাসিকান্নার গান শুনব—তখন আমিও এদের গান শোনাব। আমি একলা একজনের কাছে গান শোনাতেই ভাল পারি, সেইটেই আমি ভালবাসি। ওদের গান ভাল ক'রে না শুনলে ওদের আবার ভাল ক'রে গান শোনাব কি করে ?

প্রথম। কিন্তু আমাদের যে বড় দরকার—

রাজকন্যা। সেই দরকারের সঙ্গে আমার ভাল-লাগাটাকে আগে মিলিয়ে নিতে দাও,—নইলে তোমাদের দরকারে আর আমার ভাল লাগায় চলবে কেবলি ঠোকাঠুকি। তাতে আমিও পাব আঘাত—তোমাদের কাজও হবে পণ্ড। দোহাই তোমাদের—ছেড়ে দাও আমাকে এদের ভেতরে। এদের মুখের কথা শুনলে ওদের কাছে বলবার জন্যে আমার বুকেও অনেক কথা জমবে। বুকে কথা জমলেই তা মুখে ফুটবে ভাল, নইলে যোগাড় ক'রে কথা কইতে আমার বড় কষ্ট হয়,—আমি হাঁপিয়ে পড়ি।

দ্বিতীয়। আমাদের মন খুশী হচ্ছে না—

রাজকন্যা। আমি নাচার—

তৃতীয়। না—এমন ক'রে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।

রাজকন্যা। কি করবে—

চতুর্থ। আমরা বিদ্রোহের ধ্বনি করব—।

প্রথম। ধ্বংস হোক—।

দ্বিতীয়। ধ্বংস হোক—।

তৃতীয়। ধ্বংস হোক।

—পাঁচ—

নদীর এপার।

মালতী ও রাজকন্যা।

মালতী। অন্ধকার রাতে এ কোথায় চললে রাজকন্যা?

রাজকন্যা। কোথায় চলছি তা পরে ভাবব মালতী—যতক্ষণ ভাল লাগে চল—।

মালতী। কেন?

রাজকন্যা। আগে ভাবতে গেলে চলা হয় না যে।

মালতী। এ-পথে আমার যে কেমন কেমন লাগছে—

রাজকন্যা। ও নোতুন ব'লে—। (চলতে চলতে)—ওখানে অমন ছট্‌ফট করছে কে?.

মেহের। যে হই,—আর কথাটি—ক'য়ো না—দূর দিয়ে চলে যাও—

রাজকন্যা। দূর দিয়ে কেন যাব—তুমি ত বাঘ নও—

মেহের। আমি ডাকাত—খুনী—

রাজকন্যা। তোমাকে বড় ভয় করছে—

মেহের। সরে যাও—

রাজকন্যা। কিন্তু তোমার কাছে যে একটু দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে।

মেহের। তুমি অবোধ।

রাজকন্যা। সবাই তা বলে।—তুমি কে?

মেহের। আমি কুরমান সর্দারের ছেলে মেহের—ডাকাত—খুনী—।

রাজকন্যা। তোমাকে সত্যি ভয় করছে,—কিন্তু একটুখানি দাঁড়িয়ে তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে—। তোমার হাতে ওটা কি?

মেহের। দেখছ না—ছোরা—এই ছোরা দিয়ে গলা কেটে মরেছে বাজান—

রাজকন্যা। কেন—কেন—?

মেহের। শিবু চোধরী তাঁকে অপমান করেছিল—

রাজকন্যা। নিশ্চয় মানী মানুষ ছিলেন তোমার বাবা—।

মেহের। মরবার আগে এই ছোরা দিয়ে গেছে আমার হাতে—আর বলে গেছে—

রাজকন্যা। আমি তা বুঝতে পেরেছি।

মেহের। তারপরে আজ বার বছর কেটে গেছে—দিনে রাতে এই ছোরা লুকিয়ে হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরছি,—কিন্তু বেটা টের পেয়ে গেছে।

রাজকন্যা। এখন তবে কি করবে?

মেহের। আজ পেয়েছিলুম—হাতে পেয়েছিলুম—পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

রাজকন্যা। কেন ?

মেহের। ব্যাটা ফিরছিল সন্ধ্যেবেলা হাট থেকে একবৈঠা ডিঙিতে—মাঝ দরিয়ায় ডিঙি গেল ডুবে—শুধু হাবুডুবু খাচ্ছিল—আর হাটের লোক পাড়ে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিল—

রাজকন্যা। কেউ নাবল না জলে ?

মেহের। ভীষণ তোড়—জলে পা দিতে কুমীরের মত সোঁৎ ক'রে টেনে নিয়ে যায়,—কে নাববে সেই জলে ?

রাজকন্যা। কি হ'ল ?

মেহের। দাঁড়িয়েছিলুম ভিতরে চুপটি ক'রে—কি করব ভাবছিলুম। হঠাৎ দেখি সবার চোখ পড়ে গেছে আমার ওপর,—সবাই চিৎকার ক'রে বলল,—কুরমান সর্দারের ছেলে থাকতে,—। বাজানের নামে মাথায় খুন চেপে গেল—লাফিয়ে পড়লুম তোড়ের ভেতরে—ছ'ধাক্কায় জল কেটে খপ ক'রে ধ'রে ফেললুম শিবু চোধরীর মাজার কাপড়—। ভাবলুম—শালার বেটা বেইমানকে দেই ডুবিয়ে—

রাজকন্যা। কেন ডোবালে না ?

মেহের। দশ গাঁয়ের লোক ওখানে দাঁড়িয়ে বলত কুরমান

সর্দারের ছেলে পারে নি তোড় কেটে পাড়ে নিয়ে আসতে। তাই বাঁ হাতে ধরলুম ব্যাটাকে উঁচু করে জলের ওপরে—কূলে এসে ছিটকে ফেলে দিলুম পাড়ে,—সেখান থেকে চলে এসেছি এখানে—। এই আমার ছোরা—বাজান যা আমার হাতে দিয়ে গেছে।

রাজকন্যা। তুমি বীর—। তোমার ছোরার বাঁটে ও কি ?

মেহের। রুদ্রাক্ষের মালা—

রাজকন্যা। কোথায় পেলে ?

মেহের। শিবু চোধরীর গলায় ছিল—ছিঁড়ে এনে জড়িয়েছি এই বাঁটে—এই বাঁটে লেগেছিল বাজানের গলার রক্ত।

রাজকন্যা। ওর একটা দানা খসিয়ে দেবে আমাকে ?

মেহের। কেন ?

রাজকন্যা। রেখে দেব আমার ঝাঁপিতে।

(মালা দিয়ে মেহেরের প্রস্থান)

মালতী। রাজকন্যা—এইবারে চল আমরা ফিরি—

রাজকন্যা। কোথায় ফিরব ?

মালতী। দেউলে—।

রাজকন্যা। দেউল যে আর নেই—

মালতী। কি হ'ল ?

রাজকন্যা। আপনি ধ্বসে গেছে। ঐ দূরে কার যেন গান শোনা যাচ্ছে—চল ত আর একটু সামনে এগোই মালতী—

(গান)

প্রভাতে আইছিল বন্ধু রে—
নিশীথের ঘুম নিল হরিয়া।
সে যে নাও লইয়া ঘোরে ফেরে—
তাই চক্ষেতে বহিল দরিয়া—
(বন্ধুব আশায়—হায় রে—।)
মোর চোখের জলের গাঙে ওঠে ঢেউ—
সে কথা না কইল তারে কেউ—।
ঢেউ আছাড়ি' পাছাড়ি' পড়ে—
কূল আকুল করিয়া—।
নিশীথের ঘুম নিল হরিয়া।
মোর খোঁপায় কেন বা দিলা ফুল—
কেন কানে বাঁধিয়া দিলা দুল,—
তারে কত বা ধরিয়া রাখি
পড়ে ঝরিয়া—।
নিশীথের ঘুম নিল হরিয়া।

(গাইতে গাইতে হাস্নুর প্রবেশ)

হাস্নু। তোমরা কে—?

রাজকন্যা। আমাকে চিনতে পারছ না? সেই একদিন বিকেল বেলা—

হাস্নু। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি ঠিক চিনতে পেরেছি তোমাকে। কিন্তু—

রাজকন্যা। আবার কিন্তু কেন?

হাস্নু। সেদিন ত তুমি ঝল্‌মল্‌ করছিলে—

রাজকন্যা। তখন যে আমি ছিলুম রাঙ্‌দেউলের রাজকন্যা—

হাস্নু। আর আজ?

রাজকন্যা। তোমার সই।

হাস্নু। তাই ত দেখছি;—তা আজও কিন্তু তোমাকে মানিয়েছে বেশ—

রাজকন্যা তাই নাকি? তুমি আমার সই কি না—। যেমন তোমাকে কত সুন্দরী দেখেছে—

হাস্নু। কে?

রাজকন্যা। না তা বলব না—তুমি যদি রাগ কর—

হাস্নু। দোহাই তোমার—

রাজকন্যা। হাসান—

হাস্নু। হাসান? তুমি তার কথা জানলে কি করে?

রাজকন্যা। জানব না? আমি যে তোমার সই—। না আর এখানে দাঁড়াব না—ঐ যে দূরে ছিপ বেয়ে আসছে হাসান—

হাস্নু। কি করে জানলে?

রাজকন্যা। আমি তার বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেয়েছি। আর নয়—দেখছ না অষ্টমীর চাঁদ উঠি উঠি করছে। হাসানের জন্যে কি এনেছিস্ হাস্নু?

হাস্নু। কলমীফুলের মালা—

রাজকন্থা। তার থেকে একটা ফুল খসিয়ে আমায় দিবি?

হাস্নু। কি করবে?

রাজকন্থা। আমার ঝাঁপিতে রেখে দেব।—আর নয়, মালতী চল আমরা এগিয়ে যাই—।

(উভয়ে চলতে চলতে)

মালতী। এদিকে কোথায় যাচ্ছ রাজকন্যা—? সামনে যে পাহাড়ি বন—

রাজকন্থা। চল মালতী, আজ এই বনেই একটু ঘুরে আসি—দেখছিস না গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে নীচে কেমন টুকরো টুকরো জোচ্ছনা ছড়িয়ে পড়েছে।

ওকি—ওখানে ঐ গাছের নীচে পাথরের ওপরে একলাটি অমন করে বসে রয়েছে কে—? (অগ্রসর হ'য়ে)—একি একি—জুহু, লখিয়া অমন ক'রে শুয়ে কেন? ওকি—ওর বুকে এত রক্ত কেন—এ তীর কে মেরেছে জুহু ?

জুহু। আমি।

রাজকন্যা। তুমি! তুমি!! কেন জুহু—কেন? লখিয়াকে ত তুমি কত ভাল বাসতে!

জুহু। তার জন্যে আমি পাগল হ'য়ে বনে বনে ঘুরেছি—

রাজকন্যা। আমি তা জানতুম।

জুহু। আজ লখিয়াকে বলেছিলুম বনে পালিয়ে আসতে—

রাজকন্যা। ও বুঝি রাজি হয় নি?

জুহু। ও ঘাড় নেড়ে আমাকে বলেছে আসতে। আমি নিয়ে এসেছিলুম লাল শাড়ী—ঘড়াভরা মউ আর শাদা ফুলের মালা—। পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলুম ওর বাড়ির আশেপাশে। দেখলুম, ও ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে—বনের পথে—আসছে—

রাজকন্যা। থেমে গেলে কেন ?

জুহু। তারপরে পথের মাঝে হঠাৎ দেখতে পেলুম একটা কালো ভুত—নড়ছে চড়ছে—আরও এগিয়ে দেখি আমাদের ভজুয়া। ভজুয়া ওর পথ আগলে দাঁড়াল—অনেকক্ষণ,—ওরা কথা কইল—অনেকক্ষণ,—আমার শরীর আগুন হয়ে গেল—আমার মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছিল—হাত-পাগুলো ঠকঠক্ ক'রে কাঁপছিল—আমি ব'সে পড়লুম।

রাজকন্যা। তারপর—?

জুহু। লখিয়া আবার আসছিল—ভজুয়া ওর হাত টেনে ধরল—। লখিয়া থামল—দাঁড়িয়ে রইল—আবার আস্তে আস্তে একপা দু'পা করে হাঁটতে লাগল ভজুয়ার পাশে পাশে—। তারপর ঢুকল বনের ভেতর—বসল ঝোপের আড়ালে—

রাজকন্যা। তারপর—

জুহু। তারপর—বলতে পারব না—

রাজকন্যা। বল বল—

জুহু। তারপরে ভজুয়াকে দেখলুম লখিয়াকে বুকে চেপে চুমু খেতে—লখিয়া চুপ ক'রে রইল—

বারণ করল না—ছিটকে দূরে পালিয়ে গেল না,—আর পারলুম না—হাতে ছিল বিষমাখান তীর—সামনে থেকে বিঁধেছি লখিয়ার বুকে—ভজুয়া পালাল—

রাজকন্যা। তারপর—

জুহু। তারপর বুকে ক'রে ব'য়ে নিয়ে এসেছি এখানে—এইখেনে ও আমাকে ডেকে নিয়ে আসত—এইখেনে বসে আমরা অনেক দিন খেয়েছি মুড়ি আর বনের মউ—। তাই এইখেনে নিয়ে এসে আমি ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছি সাদা ফুলের মালা—রক্তে তা লাল হ'য়ে গেছে।

রাজকন্যা। ওর একটা রক্তমাখা ফুল আমাকে খসিয়ে দাও—

জুহু। কেন? কি করবে?

রাজকন্যা। যত্ন ক'রে আমার ঝাঁপিতে রেখে দেব।

—শেষ—